NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

জেন জির নেপালে বলেন্দ্রই বাহুবলী

পৃঃ ৩

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ৭ মার্চ ২০২৬ ২২ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.03.2026, Vol.19, Issue No. 264, 8 Pages, Price 3.00

সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্রদের উন্নয়ন

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় প্রতি মাসে **৬ কোটিরও বেশি** মানুষ বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন, ফলে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে

প্রায় **১ কোটি** নলবাহিত জলের সংযোগ এবং **১.২ কোটিরও বেশি** উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ; মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে রূপান্তরিত করছে

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে **৫২ লক্ষ** বাড়ি নির্মাণের মাধ্যমে নিজস্ব বাড়ির স্বপ্ন বাস্তব রূপ ধারণ করছে

৫.৫ কোটিরও বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, ফলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে

১.৫ কোটিরও বেশি মানুষ প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার আওতায় **৩.৪ কোটিরও বেশি** মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং অটল পেনশন যোজনার আওতায় প্রায় **৬৫ লক্ষ** মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়ে দুর্ঘটনা বিমা সুরক্ষা ও আর্থিক নিরাপত্তা আরও মজবুত হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনার আওতায় **২.৫ লক্ষ** পথ বিক্রেতাকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে তাঁদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবিকা আরও সুদৃঢ় হয়েছে

সৌভাগ্য যোজনার আওতায় **১০০%** বাড়িতে বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে, ফলে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছেছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংকল্প

“ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও মজবুত করে রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।”

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

CBC 44101/13/0018/2526

ভোটার নথি যাচাইয়ে ধীরগতি
বাইরে থেকে আসছেন আরও বিচারক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ ঘিরে বড়সড় প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। রাজ্যে ‘বিচারাধীন’ অবস্থায় থাকা বিপুল সংখ্যক ভোটার নথি যাচাইয়ের দায়িত্ব এখন বিচারক ও বিচারিক আধিকারিকদের কাঁধে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এমন তালিকায় পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম রয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার মধ্যে মাত্র প্রায় ৬ লক্ষ ১৫ হাজার নথির যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ফলে এখনও বিপুল সংখ্যক নথির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাকি।

কমিশনের এক আধিকারিক স্পষ্ট করে বলেন, নথি পরীক্ষা শেষ হওয়া মানেই ওই ব্যক্তির ভোটাধিকার নিশ্চিত, এমন নয়। কাগজপত্র যাচাই করে যাঁদের দাবি বৈধ প্রমাণিত হবে, কেবল তাঁদের নামই ভোটার তালিকায় বহাল থাকবে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে রাজ্যে বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৫০৫ জন বিচারক এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। শনিবার ওডিশা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে আরও প্রায় ২০০ বিচারক রাজ্যে পৌঁছবেন। তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে নথি যাচাইয়ের কাজে যুক্ত করা হবে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, দুই ২৪ পরগনা, দুই বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া ও বীরভূমে তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের সফরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী ৮ মার্চ রাতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিদল রাজ্যে আসছে। ৯ ও ১০ মার্চ প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে ভোট প্রস্তুতির খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হবে। কমিশনের এক কর্তার কথায়, সমস্ত প্রক্রিয়া নির্ভুলভাবে শেষ করেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত, এই পর্ব শেষ হলেই বাংলা-সহ পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে।

‘এক পরিবার এক টিকিট’ নীতি? বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলে জোর জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। কাদের টিকিট দেওয়া হবে, নবীন ও প্রবীণ নেতাদের কীভাবে সমন্বয় করা হবে; এসব প্রশ্নের পাশাপাশি আরও একটি বিষয় সামনে আসছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এবার প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ‘এক পরিবার এক টিকিট’ নীতি অনুসরণ করতে পারে শাসকদল। যদিও এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি, তবে দলীয় সূত্রে এমন সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এমন বহু প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা রয়েছেন, যাঁদের পরিবারের একাধিক সদস্য রাজনীতিতে সক্রিয়। কোথাও স্বামী-স্ত্রী দু’জনেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, আবার কোথাও বাবা ও ছেলে বা বাবা ও মেয়ে রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে সক্রিয়। ফলে নির্বাচনের সময় একই পরিবারের একাধিক সদস্যের টিকিট চাওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতেই সম্ভবত নতুন এই ফর্মুলা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

কলকাতার দিকেও তাকালে এমন একাধিক উদাহরণ মিলবে। কলকাতা পুরসভার মেয়র ও বন্দর এলাকার বিধায়ক ফিরহাদ হাকিমের মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিমকে দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে দেখা যায়। একইভাবে কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক ও কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের কন্যা প্রিয়দর্শিনী ঘোষ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী হিসেবে কাজ করছেন।

এন্টালির বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার ক্ষেত্রেও জল্পনা রয়েছে। তাঁর ছেলে সন্দীপন সাহা বর্তমানে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর। সূত্রের খবর, স্বর্ণকমল সাহা নিজে আর নির্বাচনে প্রার্থী হতে আগ্রহী নন এবং তাঁর আসনে ছেলে সন্দীপনকে প্রার্থী করার জন্য দলকে বার্তা দিয়েছেন। মানিকতলার বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডের মেয়ে শ্রেয়া পাণ্ডেও রাজনীতিতে সক্রিয়। সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর পর মানিকতলা আসনে উপনির্বাচনের সময় সুপ্তি না শ্রেয়া; কাকে প্রার্থী করা হবে, তা নিয়ে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্তি পাণ্ডেকেই প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেন।

শুধু কলকাতা নয়, জেলাগুলিতেও এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না এবং তাঁর স্ত্রী করবী মান্না দু’জনেই শাসকদলের বিধায়ক। আবার পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরির পুত্র সুপ্রকাশ গিরিও রাজনীতিতে সক্রিয়। কোচবিহারের দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহর ছেলে সায়ন্তন গুহ জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার নবীন প্রজন্মকে সুযোগ দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। তবে একই সঙ্গে অভিজ্ঞ নেতাদেরও প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন তিনি। সেই কারণেই একদিকে নতুন মুখকে সুযোগ দেওয়া এবং অন্যদিকে প্রবীণদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো; এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে দল। এই পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ‘এক পরিবার এক টিকিট’ নীতি গ্রহণ করা হতে পারে বলেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা। যদিও কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী সিদ্ধান্ত নেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

পশ্চিমবাংলাকে বাংলাদেশি রোহিঙ্গা মুসলিমদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন মমতা ব্যানার্জি: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে শুক্রবার থেকে ধর্মতলায় ধর্নায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই ধর্নাকে কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এদিন জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের পানপুর সুভাষপুর এলাকায় ‘গৃহ সম্পর্ক’ অভিযানে অংশ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল সরকার নির্বাচন আটকাতে চাইছে। যাঁরা দেশের নাগরিক নন। মমতা ব্যানার্জি তাদের জন্য ধর্নায় বসেছেন। তাঁর দাবি, পশ্চিমবাংলাকে বাংলাদেশি রোহিঙ্গা, মুসলিমদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন মমতা ব্যানার্জি। গৃহ সম্পর্ক অভিযানে বেরিয়ে তাঁরা মানুষের কাছে এটাই তুলে ধরছেন। তাঁর অভিযোগ, ধর্নার নামে মমতা ব্যানার্জি নাটক করছেন। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা এদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, গত পনেরো বছর শাসনে মমতা ব্যানার্জি বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছেন। বাংলায় চাকরি নেই। বাংলায় শিল্প নেই। শুধুমাত্র উন্নয়নের নামে এখানে তোলাবাজি চলছে। তাঁর দাবি, বাংলায় আরেকটা পরিবর্তনের লক্ষে দলের তরফে জোরকদমে ‘গৃহ সম্পর্ক’ অভিযান চলছে। উক্ত গৃহ সম্পর্ক অভিযান কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলার এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য সঞ্জয় সিং, ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক সুকমল ঘোষ, প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্লবী কুন্ডু, বিপ্লব ঘোষ প্রমুখ।

অমিত শাহের প্রতিশ্রুতির ভিডিও শেয়ার করলেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই নতুন করে চর্চায় এল সপ্তম বেতন কমিশনের প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের এক জনসভায় ঘোষণা করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে অল্প সময়ের মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হলে ৪৫ দিনের মধ্যেই সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হবে। এই ঘোষণাকে সামনে রেখেই একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ভিডিওতে অমিত শাহের বক্তব্য তুলে ধরে তিনি সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে বিজেপির প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন।

অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার

নাগেরবাজারের বহুতল ফ্ল্যাট থেকে মা ও ছেলের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হল। শুক্রবার দুপুরে নাগেরবাজারের পাঁচতলা বহুতলের ফ্ল্যাট থেকে প্রথমে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। মৃতের নাম অভিষেক সিকদার ও ছবি সিকদার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দমদমের নাগেরবাজারের সাতগাছি এলাকায় একটি ফ্ল্যাটবাড়ির চারতলায় থাকতেন মা ও ছেলে। এদিন দুপুর একটা নাগাদ স্থানীয়রা ওই চারতলার ফ্ল্যাটের জানলা থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। প্রতিবেশিরা দরজা ধাক্কাধাক্কি করলেও মা ও ছেলের কোনও সাড়া মেলেনি। এরপরই খবর দেওয়া হয় নাগেরবাজার থানা ও দমকলে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পুলিশ অগ্নিদগ্ধ মা ও ছেলেকে উদ্ধার করে। পরে আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়। যদিও ডাক্তাররা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় ফ্ল্যাটের আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন দমকল কর্মীরা।

রাজ্যপালের পদত্যাগে জল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের আকস্মিক পদত্যাগের জল্পনা ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার তীব্র প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস বরিষ্ঠ নেত্রী শশী পাঁজা। তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সময় এমন সিদ্ধান্ত রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থির করে তুলতে পারে। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস পদত্যাগ করলেন; এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর। নির্বাচন শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই, এমন সময়ে এই সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হল? তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, কার নির্দেশে এই পদত্যাগ? কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? কেন্দ্র সরকার ঠিক কী পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে? তাঁর অভিযোগ, একের পর এক সাংবিধানিক পদে পরিবর্তন ঘটছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, আপনারা আগে উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে জগদীপ ধনকড়কে সরালেন, এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকেও পদত্যাগ করানো হল।

বিদ্যুতের কেবল চুরি

কলকাতায় বিদ্যুৎ পরিকাঠামো থেকে বিপুল মূল্যের কেবল উধাও হওয়ার ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি বার্গলারি স্কোয়াড। তদন্তকারীদের দাবি, চুরি যাওয়া সামগ্রীর বাজারদর প্রায় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাশীপুর থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। বিদ্যুৎ সংস্থা সিইএসসি’র ডেপুটি ম্যানেজার সঞ্চয়ন ধর অভিযোগ করেন, নিউ কাশীপুর জেনারেশন স্টেশন চত্বরে রাখা উচ্চক্ষমতার বিদ্যুতের কেবল ও অন্যান্য সরঞ্জাম হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে হিসেব করে দেখা যায়, ৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি ক্ষমতার একাধিক কেবল, লাইন ও খুঁটি উধাও।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৭৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Yeakub Ali Mallick (old name) S/o. Late Eunus Ali Mallick, R/o. Morhal, Musalmanpara, Rajbalhat, Jangipara, Hooghly-712408, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Yeakub Ali Mallick নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Yakub Ali Mallick (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Yakub Ali Mallick & Yeakub Ali Mallick S/o. Late Eunus Ali Mallick, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Jasim Mallick.

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬০৫৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanaul Ali Sekh S/o. Sayed Ali Sekh ও Sk Sanaul Ali S/o. Sekh C Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮২০ নং এফিডেভিড বলে আমি Bulu Bag W/o. Shankar Bag, R/o. Amodghata, Mogra, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Maitreyee Bag) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. 109, dt. 05.03.2001) আমার সঠিক নাম Bulu Bag-এর পরিবর্তে Soma Bag লিপিবদ্ধ আছে। আমি Bulu Bag & Soma Bag W/o. Shankar Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Rinki Jena, W/o- Uttam Jena, LICI পলিসি নং 429156888 এতে আমার নাম Parbati Jena (Sarkar) আছে। গত ২৬/০২/২০২৬ তারিখে বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Rinki Jena এবং Parbati Jena (Sarkar) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬০৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Abdul Salim Halder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdul Ohab Halder ও A O Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৫২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Kumar Duttagupta (old name) S/o. Hemendra Duttagupta R/o. Pathak Bagan, Pipulpati, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Pradip Kumar Duttagupta নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Pradip Duttagupta (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Pradip Duttagupta & Pradip Kumar Duttagupta এবং আমার পিতা Hemendra Duttagupta ও Hemendra Kumar Duttagupta, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭১৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Renu Bibi ও Dolena Bibi, D/o. Aker Ali Mallick & W/o. Mustak Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২১৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Jamal Hosson S/o. Sk. Tabarak Hosson ও Sk. Jamal Hossain S/o. Sk. Tabarak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৭৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapna Das ও Swapna Rani Das W/o. Harashit Das D/o. Gouranga Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৭৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Ajehar Ali Sarkar S/o. Anowar Ali Sarkar, Ajahar Ali Sarkar S/o. Anowar Ali Sarkar ও Ajehar Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি জুলি খাতুন মন্ডল (Juli Khatun Mondal) আমার কন্যা সুরাইয়া মন্ডলের (Suraya Mondal) জন্ম সার্টিফিকেটে Julie Mondal আছে এবং কন্যার নাম Suraya Boksah Mondal আছে। ১৫/০১/২০২৬ তারিখ হইতে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Juli Khatun Mondal ও Julie Mondal এবং আমার কন্যা Suraya Mondal ও Suraya Boksah Mondal একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

২৫/০১/২০২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্টের 7453 নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমি Asanur Dewan, Asanur Sekh ও Asanur Deoyan সকলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার স্বামী Ibadul Dewan, Ibadul Deoyan, Ibadul Sekh ও Abdul Rajib Sekh সকলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন।

নাম-পদবী

২১/০১/২০২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্টের 2222 নং এফিডেভিটে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি Abdul Rajjak, Mondal ও Abdur Rajjak Mondal এক অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছি।

নাম-পদবী

আমি মেহেরুননেছা খাতুন, স্বামী- মাসুদুর রহমান, পিতা- এস্কেন্ডার সেখ, বড়ুয়ানাথপাড়া, পোঃ- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৮৯, গত- ২৫/০২/২০২৬ তারিখে ২৯৩২ বহরমপুর কোর্টের জুডিশিয়াল এফিডেভিট বলে আমার পিতা- Eskendar Seikh & Eskandar Seikh & Seikh Aeskendar & Eskender Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Papia Chatterjee** D/o, Bhola Chatterjee R/a, 4th Floor, 2/31A, Sanghati Colony, (also known as 2/31, Sanghati Colony), Near Adarsha Sanghati Club, P.O. - Regent Estate, P.S. - Netaji Nagar, Kolkata - 700092, Dist. - 24 Pgs. (S), W.B. declare that the good name of Minor Son is Rohan Chatterjee. That I got Married to Md.Shorof according to muslim rituals. After Nikah I was called and known as Ayesha Khatoon alias Ayesha Begum. That Md. Shaqib alias Rohan Chatterjee is my son. That in his Aadhaar card his name appeared as Mohammad Shaqib. That further declare that our marriage was dissolved in accordance with muslim rituals that is through Talaque Nama. That the name of my said son be required to be changed from Mohammad Shaqib to Rohan Chatterjee, so my son may be identified as Rohan Chatterjee instead of Mohammad Shaqib and / or Md. Shaqib in all papers and documents. That **Mohammed Shaqib, Md. Shaqib** and **Rohan Chatterjee** is the same and one identical person vide Affidavit dated 14.01.2026 in the Notary Public at Alipore, 24 Pgs. (S).

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী মোহন ঘোষ, পিতা প্রয়াত তারাপদ ঘোষ, নিবাস : গ্রাম : বামনহাটি, পো জাসুর, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৪৩৫২/১৯৮৭, বামনহাটি বাজারে ১২.০২.২০২৬ তারিখ আনুমানিক সকাল ১১টার সময় দলিলের ফটোকপি করানোর পর হারিয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাবড়া থানা এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১২৫৭ তারিখ ১৭.০২.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি বা দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্নেহা চক্রবর্তী (অ্যাডভোকেট)
২৫ ডি, গুপ্ত লেন, কলকাতা-৭০০০৫০
ফোন : ৮২৪০৮৭৭০৫১
মেল : chakrabortysneha3@gmail.com

- ।। আমমোক্তার নামাপত্র ।। -

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী সুকেশ রায়, পিতা- হেমন্ত কুমার রায়, সাকিম- গর্জ্জি জয়পাড়া, পোঃ- বিঘাটী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী মহাশয় বিগত ইং ১৮.১২.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির ৪১৮১ নং আমমোক্তার নামাপত্র মূলে শ্রী কল্যান রায়, পিতা- লক্ষীকান্ত রায়, সাকিম-গৌরাঙ্গপুর, পোঃ-বিঘাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী মহাশয়কে জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-গর্জ্জি, জে.এল. নং- ৬, হাল এল.আর. ১৮৬৭ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল এল.আর. ৩৯৪ নং দাগে ৩ কাঠা কলাবাগান সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার নামাপত্র মূলে আমার মক্কেল ডলি বেহেড়া, পিতা- কার্তিক রুইদাস, সাকিম-দক্ষিণপাড়া ঘুন্নিবাল, পোঃ- সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী মহাশয়া উক্ত ৩ কাঠা কলাবাগান সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। এক্ষনে ডলি বেহেড়া মহাশয়া নিজ নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর এ্যাট খলিসানী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি
আশীষ কুমার চ্যাটার্জী
জজ কোর্ট, হুগলী

আমরা, ১) শ্রী দীনবন্ধু ঘোষ, পিতা- ৺হাবুল ঘোষ ওরফে অজিত কুমার ঘোষ, ২) শ্রী কৃষ্ণবন্ধু ঘোষ, পিতা- ৺হাবুল ঘোষ ওরফে অজিত কুমার ঘোষ, ৩) শ্রীমতী বন্দনা ঘোষ, স্বামী- শ্রী বন্ধু বিহারী ঘোষ, ৪) শ্রী তাপস ঘোষ, পিতা- ৺দিলীপ ঘোষ, ৫) শ্রী অশোক ঘোষ, পিতা- ৺দিলীপ ঘোষ, ৬) শ্রীমতী দিপালী ঘোষ, স্বামী- শ্রী সুকুমার ঘোষ, সাং- আগমেশ্বরীপাড়া, পো: ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, ৩ নং হাল সাং- মাহাতপুর, বাবলারী, পো:- জাহান্নগর, থানা- পূর্বস্থলী, হাল- নাদনঘাট, জেলা- পূর্ববর্দ্ধমান, পিন- ৭৪১৩১৬, ৬ নং হাল সাং- ব্রাহ্মানপাড়া, পো:- ভালুকা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৭, সকলের পক্ষে ইং২০২৪ সালে নবদ্বীপ এ.ডি. এস.আর. অফিসের ১ নং বহির ১৮৯/২০২৪ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তারগন ১) শ্রী বিকাশ চন্দ্র পাল, পিতা- ৺লক্ষী নারায়ন পাল, সাং- প্রাচীন মায়াপুর রোড, ২) শ্রী অশোক সাহা, পিতা- মৃত ব্রজবল্লভ সাহা, সাং- নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুর ষষ্ঠ লেন, ৩) শ্রী গোপাল সাহা, পিতা- শ্রী চিন্তাহরন সাহা, সাং- নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুর জাতীয় বিদ্যালয় পাড়া, সকলের পো: ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, উক্ত আমমোক্তারগনের থেকে বিগত ইং ১০/০১/২০২৫ তারিখে I- 94/2025 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী প্রভাস দত্ত, পিতা- ৺রঙ্গেশ্বর দত্ত, সাং- ২৭৮/১. পোড়ামাতলা রোড, Central Plaza 4th Floor G. পো: ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, মহাশয়, মৌজা- ৫ নং রুদ্রপাড়া, খতিয়ান নং- সাবেক ৩৪৯/৪২ ও L.R. ১৯/১, ৪৭৬৫, দাগ নং - R.S. ৯৪০, ৯৪১ ও L.R. ৭০০৪, ৭০২৬, মোট ২.৪৮ শতক জমি ক্রয় করেন,উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন,কার্য হইবে, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

- বিজ্ঞপ্তি -
In the Court of the
Ld. District Delegate at-Kharagpur
Dist.-Paschim Medinipur
Sucession Certificate Case No. 24/2025
Smt. Pratima Das & 2 ots
.... Petitioners

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার অন্তর্গত উত্তর রায়বাড় সাকিনের অধিবাসী সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, অত্র সাকিনের স্থায়ী বাসিন্দা চন্ডীচরন দাস এর ত্যক্ত Debts and Securities সম্বন্ধে Succession Certificate পাইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন অত্র মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছে।
উক্ত মোকদ্দমা আগামী ইং 06/04/26 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে । এতদ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে স্বয়ং অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকদ্দমা আইনানুগ ভাবে কার্য্য করা হইবে বা নিস্পত্তি হইবে।

Schedule
Name of the Debtor
United Bank of India. Dantan Branch
Particulars
S/B Account No-(0189010143615)
IFSC-UTBIODAN293
Account Holder Name- Chandi Charan Das
Amount -Rs.14,500/-
(Fourteen thousand five hundred) only along with interest if any.

অনুমত্যানুসারে
Nur Huda Mandal (সেরেস্তাদার)
ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালত ,
খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

NOTICE

“Notice is given to all that PROSANTA KUMAR CHATTERJEE, was the owner of one car parking space to park one car measuring about 105 sq.ft. on the Ground Floor, being Premises No.86B, Monoharpukur Road, P.S. – Lake, ward No. 85, within KMC, Kolkata – 700029, in the District-South 24 Parganas. The Deed being No.04198 for the year 2002, is lost / misplaced from the Mr. Prosanta, General Diary was lodged with Rabindra Sarobar Police Station, vide G.D.E. No.1628 dated 22-02-2026. Any person having any objection/claim in the above property please contacts the undersigned within 10 days strictly as advised. Sandip Sarkar Advocate 7/19, G B. Road, DumDum, Kolkata-700028 Contact-9830194343.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই মার্চ। ২২ শে ফাল্গুন। শনিবার। চতুর্থী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র ও বিংশত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তওঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ 'দাদাগিরি' থেকে 'বিগ বস'-এ সৌরভ

ওড়িশাকে পাঁচ গোল মোহনবাগানের ৮

কলকাতা ৭ মার্চ ২০২৬ ২২ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.03.2026, Vol.19, Issue No. 264, 8 Pages, Price 3.00

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ওড়ানোর হুমকি-চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার অন্যতম ঐতিহাসিক স্থাপনা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে ঘিরে হঠাৎই বোমা আতঙ্ক ছড়াল শুক্রবার। স্মৃতিসৌধ উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি সম্বলিত একটি চিঠি পৌঁছনোর পরই সতর্ক হয়ে ওঠে কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি দেরি না করে জানানো হয় হেস্টিংস থানায়। খবর পেয়েই তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে লালবাজার থেকে বম্ব স্কোয়াডের একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিভিন্ন অংশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, 'হুমকির উৎস কোথা থেকে এসেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি গোটা এলাকা সতর্কতার সঙ্গে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ধারাবাহিকভাবে বোমা হুমকির ঘটনা সামনে এসেছে। কখনও আদালত, কখনও ডাকঘর, আবার কখনও পাসপোর্ট অফিস, একাধিক জায়গায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এই ধরনের বার্তা। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরে সেগুলি ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবুও প্রশাসন কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। তদন্তকারী এক আধিকারিকের কথায়, 'এ ধরনের হুমকি কখনও হালকাভাবে নেওয়া যায় না। প্রতিটি তথ্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার রাখা হয়েছে।'

ধরনাতলায় তোপধ্বনি

বিজেপি-কমিশনকে নিশানা মমতা-অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে তিনি অভিযোগ করেন, বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে।

এদিন ধরনামঞ্চে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেন, অপরিকল্পিত এসআইআর-এর জন্য বহু বৈধ নাম বাদ গিয়েছে। যতদিন মানুষ বঞ্চিত থাকবে, ততদিন তৃণমূল রাস্তায় থাকবে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি যখন 'পরিবর্তন যাত্রা' শুরু করেছে, তখন বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে কলকাতার ধর্মতলায় ধরনায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাগুলি থেকে তৃণমূলের বিধায়কেরা সমর্থকদের নিয়ে ধরনামঞ্চে উপস্থিত হন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গায়ক কবীর সুমন, কবি জয় গোস্বামী-সহ বিভিন্ন

ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

ধরনামঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অনেক জীবিত মানুষকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় মৃত বলে দেখানো হয়েছে। তাঁদের মঞ্চে হাজির করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এই ঘটনায় 'লজ্জা রাখার জায়গা নেই' এবং বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে তিনি 'নির্লজ্জ' বলেও কটাক্ষ করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, যে সব মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে অথচ তাঁরা জীবিত, তাঁদের সামনে আনা হবে। পাশাপাশি এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে যাঁদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদেরও ধরনামঞ্চে নিয়ে আসা হবে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিটি ঘটনার খোঁজখবর রাখছে এবং প্রমাণ-সহ বিষয়টি সামনে আনা হবে।

এদিন ধরনামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি এবং তৃণমূলের রাজ্যসভার মনোনীত প্রার্থী রাজীব কুমার ও আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ধরনা কর্মসূচি চলবে এবং বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।

ধরনামঞ্চে উপস্থিত এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিও অভিযোগ করেন, প্রয়োজনীয় নথি থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই ধরনের অভিযোগ আরও অনেকের কাছ থেকেই এসেছে বলে দাবি করা হয় ধরনামঞ্চ থেকে।

রাশিয়ার তেল কিনতে 'মার্কিন-ছাড়' ভারতকে

শর্তসাপেক্ষে ৩০ দিনের শিথিলতা

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ: বিশ্বে অশোধিত তেলের বাজারকে চাঙ্গা করতে রুশ-নীতি নমনীয় করার ইঙ্গিত দিল আমেরিকা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন রাশিয়ার তেল কেনার ক্ষেত্রে ৩০ দিনের ছাড় দিল ভারতকে। তবে শর্ত একটিই। তা হল, এই ছাড় কেবল সমুদ্রপথে আটকে থাকা তেলের ট্যাঙ্কার বা জাহাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। আপাতত ৩০ দিনের জন্য রাশিয়া থেকে তেল কিনতে পারবে ভারত। আসলে যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার উপর নতুন করে কিছু নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে আমেরিকা। তার আগেই রুশ তেলবাহী বহু জাহাজ বেরিয়ে পড়েছিল রপ্তানির জন্য। সেই জাহাজের তেলের কোনও ক্রেতা এই মুহূর্তে নেই। স্রেফ সেই জাহাজগুলি থেকেই ভারত আপাতত তেল কিনতে পারবে বলে জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে মার্কিন রাজস্ব সচিব স্কট বেসেন্ট লিখেছেন, 'ভারত আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। ইরানের জন্য বিশ্বের জ্বালানির বাজার রুদ্ধ হতে চলেছে। তাই ওই চাপ কমানোর জন্যই এই সাময়িক উদ্যোগ।' আমেরিকা মনে করছে, এই সাময়িক ছাড়ের কারণে রাশিয়া খুব বেশি লাভবান হবে না।

আমেরিকা এবং ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর পারস্য উপসাগর এবং ওমান উপসাগরের মধ্যবর্তী সরু হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে ইরান। প্রতি দিন গোটা বিশ্বে রপ্তানিযোগ্য তেলের ২০ শতাংশ যায় এই হরমুজ প্রণালী ধরে। ইরানের হামলার আশঙ্কায় প্রণালীর দুই ধারে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশের অসংখ্য জাহাজ এবং তেলবাহী ট্যাঙ্কার। ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ৪০ শতাংশ আসে হরমুজ প্রণালী দিয়ে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেখানে থমকে রয়েছে ভারতের ৩৭টি জাহাজও। এই পরিস্থিতিতে তেল আমদানির জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে হচ্ছে ভারতকেও।

সংবাদসংস্থা রয়টার্স ছ'টি সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ভারতীয় সংস্থাগুলি লক্ষ লক্ষ ব্যারেল রুশ তেল কিনছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট সূত্রকে উদ্ধৃত করে দাবি করা হয়েছে, রাশিয়ার তেল কেনার বিষয়ে সম্মতি দেওয়ার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনকে অনুরোধ করে ভারত।

জ্বালানি গুজবে কান নয়

■ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের ঘাটতি নিয়ে গণমাধ্যমের একাংশ ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া খবর ভিত্তিহীন বলে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক ও তেল সরবরাহকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে। কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দেশে জ্বালানির পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই চলছে।

এদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন জানিয়েছে , সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সব পোস্টে পেট্রোল ও ডিজেলের ঘাটতির কথা বলা হচ্ছে, তার কোনও ভিত্তি নেই। দেশে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থাও স্বাভাবিক রয়েছে।

ভোট-ভবিষ্যৎ কোন পথে, সিদ্ধান্ত কমিশনের: মনোজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-পর্বে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ ভোটারের তথ্য যাচাই ও নিষ্পত্তি করেছেন বিচারকেরা। শুক্রবার এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'শনিবার ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারকরা আসবেন তথ্য যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজের জন্য।'

রাজ্য এসআইআর প্রক্রিয়ায় জীবিত কয়েক জন ভোটারকে 'মৃত' বলে চিহ্নিত করে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে সিইও মনোজ বলেন, 'যদি কোনও জীবিতকে, মৃত ভোটার হিসাবে দেখানো হয়, তবে আমাদের কাছে অভিযোগ জানান। অভিযোগ জানালে আমরা পদক্ষেপ করব। দেখা হবে কার গাফিলতিতে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে? কেন করা হয়েছে? ইচ্ছাকৃত কেউ নাম বাদ দিয়েছেন কি না? কমিশন কি জীবিত কারও নাম বাদ দিতে পারে?'

রাজ্যসভা ভোটের প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে শুক্রবার বিধানসভা আসেন নির্বাচন কমিশনার মনোজ আগরওয়াল। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার নির্বাচনে পাঁচ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর স্ক্রুটিনি পর্ব খতিয়ে দেখতে বিধানসভায় এসেছিলেন ভোটের পর্যবেক্ষক মনোজ। রাজ্যসভা নির্বাচনের কারণে বিধানসভায় এলেও, সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা প্রসঙ্গে। জবাবে মনোজ বলেন,'নির্দিষ্ট সময়েই ভোট হবে, সে জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসছে। আগামী ৯ ও ১০ তারিখে তাঁরা এখানে থাকবেন। চারটি রাজ্য ঘুরে তাঁরা এখানে আসছেন।'

এদিকে, ভোটমুখী বঙ্গে এসআইআরের ফলে বাদ গিয়েছে প্রায় ৬৩ লক্ষ ভোটারের নাম। এখনও বিচারাধীন ৬০ লক্ষ। এদিকে শিয়রে ভোট। তার আগে সত্যিই কি এই বিচারধীনদের সমস্যার নিষ্পত্তি সম্ভব? বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে নিরুত্তাপ সিইও সাফ জানান, ৬০ লক্ষের কী হবে তা তিনি জানেন না। মনোজ আগরওয়াল বলেন, '৬০ লক্ষের মধ্যে ৬ লাখের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। বাকি কী হবে সেসব আমরা জানি না। কমিশন এসে সিদ্ধান্ত নেবে।'

মনোজ আগরওয়াল বলেন, '৬০ লক্ষ মানুষের বিষয়টা অ্যাজুডিকেশন হয়েছে। এটা তো এসআইআর গাইডলাইনে ছিল না। সুপ্রিম কোর্টে ম্যাটার গিয়েছে। এক্সট্রা অর্ডিনারি সারকামস্ট্যান্স তাই এক্সট্রা অর্ডিনারি সিদ্ধান্ত নিতে হল।'

নির্বাচন কমিশনার এ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু না বললেও, মনে করা হচ্ছে, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে গেলেই বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এত বেশি সংখ্যক ভোটারের নাম বিবেচনাধীন হয়ে যাওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে কমিশন।

'শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব'

তেহরান, ৬ মার্চ: 'নিরস্ত্র' ইরানি রণতরীর উপর মার্কিন হামলার নিন্দা করল তেহরান। তাদের দাবি, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এই হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের উপ-বিদেশমন্ত্রী সঈদ খাতিবজাদেহ জানান, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।' তিনি এ-ও জানান, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়বে ইরান। খাতিবজাদেহ বলেন, 'ভারতের আমন্ত্রণে বহুপাক্ষিক নৌ-মহড়ায় অংশ নিয়েছিল ইরানি রণতরী ডেনা। সেই মহড়া সেরে দেশে ফেরার পথে শ্রীলঙ্কা উপকূলে তার উপর হামলা চালানো হয়েছে।' এই হামলায় অনেক নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। তার দায় এড়াতে পারে না আমেরিকা, দাবি ইরানের উপ-বিদেশমন্ত্রীর। আমেরিকার কাছে মাথা নত করবে না ইরান, তা আবার একবার বুঝিয়ে দেন খাতিবজাদেহ। তাঁর দাবি, আমেরিকা-ইজরায়েল হামলার প্রতিরোধ গড়ে তোলাই এখন ইরানের কাছে অগ্রাধিকার। তাঁর কথায়, 'আমাদের কাছে থাকা শেষ বুলেট দিয়ে প্রতিরোধ করব। এ ছাড়া, আমাদের কোনও বিকল্প নেই। আক্রমণকারীদের থামাতেই হবে।'

ইরানের বাঙ্কারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

তেহরান, ৬ মার্চ: ইরানের রাজধানী তেহরানের বুকে মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ল ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র। শুক্রবার সকালে এই হামলা চালানো হয়। ইজরায়েলের বায়ুসেনা জানিয়েছে, ৫০টি যুদ্ধবিমান একযোগে তেহরানে সামরিক এবং ভূগর্ভস্থ বাঙ্কার লক্ষ্য করে হামলা চালায়। সূত্রের খবর, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নিহত আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের লুকোনোর জন্য যে বাঙ্কার তৈরি করা হয়েছিল, সেই বাঙ্কারেই হামলা চালানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানের বিরুদ্ধে একযোগে হামলা শুরু করেছে ইজরায়েল এবং আমেরিকা। তার পর থেকেই সামরিক সংঘাতে উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া।

ইজরায়েলি বায়ুসেনা জানিয়েছে, তেহরানের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বাঙ্কার। অত্যন্ত সুরক্ষিত সেই বাঙ্কারগুলিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বার সেগুলিকে নিশানা বানানো হবে বলে দাবি তাদের। দীর্ঘ সময় ধরে এই গোপন বাঙ্কারগুলির হালহকিত জানতে ইজরায়েলি গোয়েন্দারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে এক এক করে সেই বাঙ্কারগুলি ধ্বংসে কাজ শুরু করল ইজরায়েল। শুক্রবার সকাল থেকেই তেহরানে হামলার গতি আরও বাড়ায় ইজরায়েল। তেহরানে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। কেরমানশাহ ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। ইজরায়েলের দাবি, ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বেশির ভাগটাই ধ্বংস করে দিয়েছে তারা।

ইজরায়েলের বায়ুসেনা জানিয়েছে, তাদের গোয়েন্দাবাহিনী মোসাদের সহযোগিতায় এই হামলা চালানো হয়। গত সাত দিনের মধ্যে শুক্রবারের এই হামলা সবচেয়ে জোরালো বলেই দাবি করেছে ইজরায়েল। এই বাঙ্কার বানালেও সেখানে আশ্রয় নেওয়ার আগেই খামেনেইকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি ইজরায়েলের। বাঙ্কারে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগই দেওয়া হয়নি ইরানের সর্বোচ্চ নেতাকে। এ বার খামেনেইয়ের সবচেয়ে সুরক্ষিত সেই জায়গাকে নিশানা বানিয়ে ধ্বংস করল ইজরায়েলি বায়ুসেনা। খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ইরানের অন্য প্রশাসনিক এবং সামরিক সেনাকর্তারা এই ডেরায় আশ্রয় নিচ্ছিলেন। এ বার সেই ডেরা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হল।

অন্যদিকে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে হত্যার পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছিল ৯০ দিন আগেই। ৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এমনই দাবি করেছেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ। শুধু তা-ই নয় কাটজ জানান, খামেনেইকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিতে গোপনে একটি বৈঠকও করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। পশ্চিম এশিয়ার সামরিক সংঘাতের আবহে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই দাবি ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ইজরায়েলের চ্যানেল ১২-কে কাটজ আরও জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ঘনিষ্ঠ কয়েক জনকে নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে নেতানিয়াহু স্পষ্ট নির্দেশ দেন, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইকে হত্যা করা।

খামেনেইয়ের উত্তরসূরি কে, ঠিক করতে চান ট্রাম্পই

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ: খামেনেইয়ের উত্তরসূরি বাছাইয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! ট্রাম্প চান, ইরানে এমন এক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠুক, যা আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে! আর সেই লক্ষ্যেই ইরানের পরবর্তী নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা কে হবেন, তা এখনও চূড়ান্ত নয়। অনেক বিকল্প নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। তার মধ্যেই শোনা যাচ্ছিল সদ্যনিহত আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের দ্বিতীয় পুত্র মোজতবাকে সর্বোচ্চ নেতার পদে বসানো হতে পারে বলে জল্পনা শোনা যাচ্ছে। যদিও সেই খবরে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দেয়নি তেহরান। তবে মোজতবাকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, ইরান সর্বোচ্চ নেতা বাছাই করতে গিয়ে সময় নষ্ট করছে তেহরান। খামেনেইয়ের উত্তরসূরি বাছাইয়ের উপর 'নজরদারি' করবেন বলেও জানান ট্রাম্প।

তাঁর কথায়, 'ওরা (ইরান) নিজেদের সময় নষ্ট করছে। খামেনেইয়ের পুত্র কম ওজনদার। আমাকে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে।' ইরানে কেমন নেতা চান, তার আভাসও দিয়েছেন ট্রাম্প। নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ এবং গ্রেপ্তারির পর ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বা অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন ডেলসি রদ্রিগেজ। তাঁর শাসনকালে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের 'উন্নতি' হয়েছে ভেনেজুয়েলার, এমনই দাবি করেন ট্রাম্প। তিনি চান, ডেলসির মতো কোনও নেতা আসুন তেহরানের গদিতে। যুদ্ধের আবহে ট্রাম্প কী ভাবে ইরানের নেতা বাছাই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবেন, তা স্পষ্ট নয়। তিনি নিজেও সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা রেখেছেন। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর নীতিগত দাবির কাছে নতিস্বীকার করতে রাজি নন, এমন কাউকে ইরানের নেতা হিসাবে চান না!

জেন জির নেপালে বলেন্দ্রই বাহুবলী

কাঠমান্ডু, ৬ মার্চ: সাধারণ নির্বাচনের পর গণনা চলছে নেপালে। প্রাথমিক গণনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে জেন জি-দের পছন্দের দল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি)। ওই দলের প্রধান, কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্র শাহ ঝাপা-৫ আসনে এগিয়ে রয়েছেন। ওই কেন্দ্রেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল-এর (ইউএমএল) প্রধান কেপি শর্মা ওলি।

প্রাথমিক গণনায় দেখা যাচ্ছে, ওলির দলও নির্বাচনে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। নেপালে ১৬৫টি আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হচ্ছে, তার আটটিতে এগিয়ে রয়েছে ওলির দল। বলেন্দ্রের আরএসপি এগিয়ে রয়েছে ৮৬টি আসনে। নেপালের সবচেয়ে পুরনো দল গগন থাপার নেপালি কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে আটটি আসনে। নেপালের আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহাল

ওরফে প্রচণ্ডের দল এগিয়ে রয়েছে সাতটি আসনে। প্রচণ্ড নিজে রুকুম পূর্ব-১ কেন্দ্র থেকে এগিয়ে রয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন নেপালি কংগ্রেসের প্রার্থী। এখনও পর্যন্ত অন্য দলগুলি পেয়েছে দু'টি আসন।

নেপালের জেন জি-র বড় অংশের পছন্দ ছিলেন প্রাক্তন গায়ক তথা রাজধানী কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্র শাহ। গত সেপ্টেম্বরে জেন জি-র আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। এ বার ঝাপা-৫ আসনে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল-এর (ইউএমএল) ওলির বিরুদ্ধে লড়ার সিদ্ধান্ত নেন বলেন্দ্র। তাঁর দল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি ২০২২ সালের সাধারণ নির্বাচনে চতুর্থ স্থানে ছিল। সাধারণ নির্বাচনের আগেই নেপালি কংগ্রেসের অন্দরে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রবীণ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবাকে সভাপতিপদ থেকে সরিয়েছিলেন ৪৯ বছরের গগন থাপা। তিনিও এ বার প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ের অন্যতম মুখ ছিলেন। লড়াইয়ে ছিলেন প্রাক্তন মাওবাদী গেরিলা নেতা প্রচণ্ডও।

গত সেপ্টেম্বর মাসে তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভের জেরে নেপালে পতন হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী ওলির সরকারের। তিন দিন পরে সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। বিভিন্ন স্তরে আলাপ-আলোচনা শেষে সে দেশের নির্বাচন কমিশন ৫ মার্চ পার্লামেন্ট নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছিল। সেইমতো বৃহস্পতিবার নেপালে সাধারণ নির্বাচন হয়। লড়াইয়ে ছিল ৬৫টি রাজনৈতিক দল।

সম্পাদকীয়

বন্দেমাতরম গাওয়া নিয়ে জনস্বার্থ মামলা, পুরোটাই অপ্রাসঙ্গিক

কিছুদিন আগেই সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে বিধি মেনে জাতীয় গান হিসেবে বন্দেমাতরম-এর ৬টি স্তবক গাওয়া নিয়ে আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্র। পাশ হওয়া ওই আইনের বিরোধিতা করে একটি অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় খুব সঙ্গত ভাবেই জনস্বার্থের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল হাইকোর্ট। এতেই প্রমাণিত, এই মামলা গোটাটাই অবাঞ্ছিত। শুনানিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ মামলার প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করতে মামলাকারীকে উপযুক্ত তথ্য পেশ করার নির্দেশ দেন। ফলে এখন মামকাকারীকেই এর সঙ্গে জড়িত জনস্বার্থের সপক্ষে প্রামাণ্য নথি পেশ করতে হবে। তবে প্রাথমিক ভাবে এই মামলার যে সেভাবে কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বেঞ্চের পর্যবেক্ষণে। কথায় কথায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার প্রবণতা বাড়ছে। আদালতের পর্যবেক্ষণের পর এই প্রবণতা যদি কমে তাহলেই মঙ্গল। গত শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে এই আইন পাশ করে মোদি সরকার। এনিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের আশঙ্কা করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। শুনানিতে আবেদনকারি দাবি করেন, ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধির পরামর্শে বন্দেমাতরম গানের প্রথম দু'টি স্তবক গ্রহণ করা হয়েছিল। বাকি চারটি স্তবক বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের যুক্তি ছিল, বাকি স্তবকগুলিতে যা আছে, তা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে। মামলার গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে কেন্দ্রের দাবি, এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে করা একটি জনস্বার্থ মামলা। জাতীয় গান-এর সঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত। এই বিষয় নিয়ে কোনও আদালত কি ভাবে বিচার করতে পারে? কেন্দ্রের দাবি, মামলাকারীর দৃষ্টান্তমূলক জরিমানা করা উচিত। জাতীয় গান নিয়ে ভবিষ্যতে আর যেন কেউ মামলা, মোকদ্দমা করার সাহস না পায়। এর প্রেক্ষিতে, যে ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে মামলাকারী এই জনস্বার্থ মামলা করেছেন, তার স্বপক্ষে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

শব্দছক ৯২

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. অধঃ-র বিপরীত ২. নমস্কারকরম ৫. অভাব ৬. মধুকর ৭. কথা বলতে পারে না ৯. চড়ুইভাতি ১১. মতের মিল ১৩. মিশরের ফারাওদের সুউচ্চ কবর-গাঁথনি ১৬. অকর্মণ্যতা ১৮. সাপ ১৯. ফুলের পাপড়ি ২০. পুত্র ২১. অন্য স্থান ২২. ক্রোধ

ওপর-নিচ: ১. তাচ্ছিল্য ২. বিয়েবাড়িতে সানাই-এর আসর ৩. চিন্তন ৪. সংযোগ স্থাপন ৬. ছাগ ৮. বহনকারী ১০. ভ্রমরের কাব্যরূপ ১২. আটাজাতীয় খাদ্য ১৩. বাপ-ব্যাটা ১৪. কলাই ১৫. গদগদ ১৬. যা দমন করা যায় না ১৭. ক্ষণ

সমাধান ৯১ — পাশাপাশি: ১. ছিনালতা ৪. সাঁঝ ৬. নিম ৭. লুব্ধক ৯. অপা ১০. চুনট ১১. নিরবতা ১২. দাপাদাপি ১৪. কবরি ১৫. নানা ১৬. তড়পা ১৭. গোটা ১৮. ক্ষতি ১৯. নির্বাচন

ওপর-নিচ : ১. ছিনিমিনি ২. নাম ৩. তালপাতা ৫. ঝঞ্ঝাট ৮. কচুরিপানা ৯. অবধারিত ১২. দানাপানি ১৩. পিঠটান ১৪. কটাক্ষ ১৭. গোচ

আজকের দিন

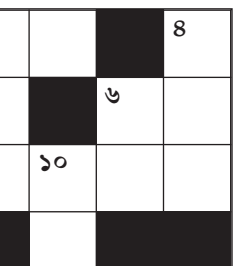

- **১৯৬৫** — আলাবামার সেলমায় নাগরিক অধিকার আন্দোলনকারীদের উপর রাষ্ট্রীয় সৈন্যরা আক্রমণ করে।
- **১৯৭১** — শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়।
- **১৯৮৭** — সুনীল গাভাস্কার টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ১০,০০০ রান করেন।

জন্মদিন

১৯৩৪ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় নরি কন্ট্রাক্টরের জন্মদিন।

১৯৫৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনুপম খেরের জন্মদিন।

১৯৭৪ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সাধনা সরগমের জন্মদিন।

নরি কন্ট্রাক্টর

রাজ্যে মুসলিম তোষণ কি আসলে মুসলিম উন্নয়ন? বঙ্গ বিজেপি তাহলে কেন মুসলিম ভোট পায় না?

কাজি মাসুম আখতার

বঙ্গ বিজেপির দীর্ঘদিনের খেদ যে তারা 'সব কে সাথ, সব কে বিকাশ'- এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গের মুসলিমদের ভোট তারা পায় না । নিন্দুকরা বলেন, বঙ্গ বিজেপি মুসলিম ভোট পায় না — এই নির্ণয় সঠিক নয়। আসলে তারা মুসলিম ভোট চায় না ! মনে করে ৩৫ শতাংশ মুসলিম ভোটারদের বাদ দিয়েই তারা ক্ষমতায় আসবে। তাই হয়তো তারা রাজ্যের একজন যোগ্য মুসলিমকেও নেতা হিসাবে খুঁজে পায় নি! হ্যাঁ — জনপ্রতিনিধিতে বা সংগঠনে। যাদের ভোট নেই, তাদের থেকে নেতা বেছে লাভ কি — ভাবখানা এমনই! সত্যিই কি কোনও পরিস্থিতিতে বঙ্গের মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দিতে ইচ্ছুক নয় ? প্রশ্ন লাখ টাকার ।

বঙ্গ বিজেপিরও উত্তর আছে। তারা বলেন — এখন লাখ চেষ্টা করেও পাবে না । তাই চেষ্টা করে কি লাভ ? ক্ষমতায় এলে ভুরি ভুরি মুসলিম ভোট নিজেদের স্বার্থেই বিজেপির দিকে ধেয়ে আসবে! এই মূল্যায়নও কি সঠিক? সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিহারে বেশ কিছু জায়গায় বিজেপি মুসলিম ভোট পেরেছে । বিহারে না হয় বিজেপির বন্ধু নীতীশ কুমারের রমরমা আগেই ছিল। কিন্তু কেজরিওয়ালের দিল্লিতে কিভাবে বিজেপি এত মুসলিম ভোট পেল ? ক্ষমতায় এল । কোন জাদুতে ?

আসলে এর পিছনে রয়েছে সঠিক কিছু পদক্ষেপ । রাজনৈতিক প্রকরণ । মুসলিমদের আস্থা অর্জন। যা এই পশ্চিমবঙ্গেও একান্তভাবে সম্ভব। তার জন্য প্রথমেই দরকার সস্তা প্রচার সর্বস্বতা, ধর্মীয় জিগির, উগ্রতা ত্যাগ করে পরিস্থিতি অনুধাবন করার সদিচ্ছা আর যোগ্য নেতৃত্ব। যোগ্য মুসলিমদের নিয়ে সঠিক ভোট পলিসি তৈরি করা। মুসলিমদের আবেগকে চেনা। বাংলার মাটিতে জানা। মুসলিমদের আবেগকে অসম্মান করে কোরান সংশোধনের চেষ্টা না করে বা মুসলিমদের হোটেলে খাওয়া যাবে না বা মুসলিম বিক্রেতাদের থেকে মাছ মাংস কেনা যাবে না — এই সব সস্তা,বস্তাপচা ফতোয়া শুধু সরলমতি দেশভক্ত মুসলিমদের আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে না, উদারপন্থী হিন্দুদের মধ্যেও বিরক্তির সঞ্চার করছে ! এই সব উগ্র চেষ্টা গো-বলয়ে কোথাও কোথাও কার্যকরী হলেও, এই বাংলায় হিন্দু ভোট এতে যে প্রভাবিত হয় না — তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

বরং মনে রাখা দরকার, মুসলিমদের উন্নয়নের নামে তৃণমূল সরকারের চালাকি মুসলিম সমাজের একাংশ ইতোমধ্যেই ধরে ফেলেছে । ফলে মুসলিম ভোটারদের কম করে প্রায় দশ শতাংশ ইতিমধ্যেই শাসক তৃণমূলের প্রতি যে বীতশ্রদ্ধ — তা অনেকটাই পরিস্কার। অর্থাৎ তৃণমূলের মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ভাঙ্গছে। প্রশ্ন হল, এই ভোট তাহলে কার বাক্সে যাবে ? কংগ্রেস, সিপিএম ? নাকি মিম, আইএসএফ বা হুমায়ূন ? হ্যাঁ--সরল দৃষ্টিতে ওদিকেই ধাবিত হওয়ার কথা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে — বিজেপিতে কি ছিটেফোঁটাও যেতে পারে না ? বিজেপি হয়তো মনে করে — 'না'! অন্তত অতীত অভিজ্ঞতায়। কিন্তু সচেতন অবগত অংশ জানে অবশ্যই--'হ্যাঁ'! কি করলে বিজেপির 'না'--'হ্যাঁ'তে রূপান্তরিত হতে পারে তার সম্ভাব্য কিছু সহজ রাস্তা এখানে জানালাম । ভেবে দেখুন তো ! সদিচ্ছার সাথে এমন পদক্ষেপ নিলে ও প্রচার করলে মুসলিমরা কি সত্যিই মুখ ঘুরিয়ে রাখবে ?

১) বিজেপি মুসলিম সংরক্ষনের বিরোধী হলেও কোনও যথার্থ সমীক্ষা বা মূল্যায়ন ছাড়াই সস্তা ভোটের স্বার্থে ওবিসি-এ ক্যাটাগরিতে নির্বিচারে মুসলিমদের প্রায় সকল শ্রেনীকে স্থান দেওয়ায় আইনের চোখে মুসলিম সংরক্ষণ আজ বিশ বাঁও জলে । এর সম্পূর্ণ দায় আসলে রাজ্য সরকারের। বিজেপি কি সেই প্রচার চালিয়েছে ?

২) সংখ্যালঘু উন্নয়ন তথা মাদ্রাসা শিক্ষা বাজেটে চলতি অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে বলে বিজেপির মতো বিরোধীরা কটাক্ষ করে মুসলিম তোষণের অভিযোগ তুলেছে । বাস্তবে বিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী উক্ত অর্থরাশির অতি ক্ষুদ্র অংশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নে ব্যয়িত হয়েছে কি-না সন্দেহ ! যার বড় অংশ আসলে খরচ হয়েছে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্তরালে। সংখ্যালঘু উন্নয়নে নয় ,বরং উক্ত বাজেটের বৃহৎ অংশকে অন্য জনপ্রিয় ভোট প্রকল্পে ব্যয় করাই এই সরকারের দস্তুর। এই সংখ্যালঘু দপ্তরটি আসলে সরকারের টাকা জমা রাখার জায়গা । তাই এহেন বাজেট।

তাই উন্নয়নের ছিটেফোঁটা না পেয়ে — এক কথায় শোষণের শিকার হয়েও মুসলিম সমাজ তোষণের অভিযোগে শুধু দেগেই চলেছে। মুসলিম প্রীতির পর্দা ফাঁস করতে তৃণমূল সরকারকে মুসলিমদের কাছে ধরিয়ে দিতে তথ্য পরিসংখ্যান-সহ প্রচার চালাতে হবে প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকেই ।এই কাজে বিজেপি কোথায় ?

৩) উল্লেখ্য যে,এত বিপুল বাজেট বরাদ্দ হলেও রাজ্যে বাম আমলে সরকার পোষিত যে ৬১৪-টি আধুনিক মাদ্রাসা (হাই,আধুনিক ও সিনিয়র,আধা আধুনিক) গড়ে উঠেছিল -- তৃণমূল আমলে তার সংখ্যা একটিও বাড়ে নি। উপরন্তু, মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ থেকে পরিকাঠামো ,স্বচ্ছতা,শৃঙ্খলা তথা শিক্ষার মানগত যে চরম অবনতি এই চোদ্দ বছরে ঘটেছে -- তা যে কোনও তদন্তে প্রমাণিত হতে পারে । সংখ্যালঘু ট্যাটাস নিয়ে আদিখ্যেতা করায় ভারত সরকারের সমগ্র শিক্ষা মিশনের সুযোগ থেকে এই মাদ্রাসাগুলি কোথাও বঞ্চিত হয়েছে আবার কোথাও এই অর্থরাশি লুঠ করে অন্যত্র আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিজেপি চেষ্টা করলেই তার সুলুকসন্ধান পেতে পারে । পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু দপ্তর তথা পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড সব জানলেও তারা নিজেদের স্বার্থে ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকার অবতীর্ণ।

উল্টোদিকে, সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে,সরকারি নজরদারির বাইরে, দেশি,বিদেশি (কখনও সন্দেহজনক) ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ধর্মীয় অর্থে রাজ্যে গড়ে উঠেছে অজস্র খারেজি মাদ্রাসা। অন্ত্যজ প্রান্তিক মুসলিম পরিবারের শিশু কিশোরদের কেবল ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে বাম আমলে যে পাঁচ হাজারের মতো মূলত মসজিদ লাগোয়া খারেজি (প্রথাগত শিক্ষার বাইরে) মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল,সেই সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

বিনা পরিশ্রমে সস্তায় মুসলিম ভোট প্রাপ্তির লক্ষ্যে এগুলি গজিয়ে তুলতে তৃণমূল সরকারের যে প্রবল ইন্ধন রয়েছে - যে কোনও তদন্তে তা প্রমাণিত হতে পারে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সীমান্তবর্তী এই সকল খারেজি মাদ্রাসাকে একদা 'সন্ত্রাসবাদের আখড়া' বলে অভিহিত করে মুসলিম সমাজের ও নিজের সরকারের রোষানলে পড়েছিলেন। বাস্তবে সরলমতি শিশু-কিশোরদের বিকৃত ধর্মচর্চার মাধ্যমে মগজ ধোলাই করে তাদের বিপদগামী করা এই ধরনের মাদ্রাসায় যে অতি সম্ভব -- তা গোটা উপমহাদেশ জুড়ে বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। এতে যেমন দেশ অরক্ষিত হচ্ছে -- ঠিক তেমনি নব প্রজন্মের মুসলিমদের আধুনিক অর্থকরী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে শুধু তাদের ভবিষ্যত নয়, রাজনীতির স্বার্থে গোটা মুসলিম জাতিকে সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে ।

৪) রাজ্যে মুসলিমদের উচ্চশিক্ষার মূল কেন্দ্র হিসাবে দুই শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আলিয়া মাদ্রাসাকে বাম আমলে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। সেখানে আধুনিক অর্থকরী কোর্স বা বিভাগ চালু করা হয়। বঙ্গের মুসলিমদের উচ্চশিক্ষার এই একমাত্র কেন্দ্রটি বর্তমানে অর্থাভাব ও শৃঙ্খলার অভাবে দৃশ্যত ধুঁকছে । বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজনৈতিক দুরাচার, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়নের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে ।

ন্যূনতম প্রতিবাদ করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং ভাইস চ্যান্সেলরসহ অন্যদের শাসক দলের পড়ুয়া বা হার্মাদবাহিনী কর্তৃক নিগৃহীত হওয়া এখানে যেন দস্তুর ! উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দপ্তর সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের ভোকেশনাল ট্রেনিং দিতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে বছর তিনেক আগে একশো কোটি টাকারও বেশি ফান্ড বরাদ্দ করে। ওই টাকার প্রায় বৃহৎ অংশ নয়ছয় হওয়ায় তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড আলি প্রতিবাদ করায় তাকে তার চেম্বারে তৃণমূল গুন্ডাদের হাতে চরম নিগৃহীত হতে হয় । সবচেয়ে উদ্বেগের যে, উক্ত গুন্ডাদের শাস্তি হওয়াতো দূরের কথা,সরকার উক্ত ভিসি ড আলিকে চরম অসম্মানিত করে তাকে পদ থেকে অপসারিত করে। অথচ তথাকথিত মুসলিম সুশীল সমাজ নিজেদের 'দুধেল গাই' তকমাকে শিরোধার্য করতে বা সরকারি মধু পেতে বা আতঙ্কে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে । বর্তমানে ওখানে উর্দুভাষী মুসলিমদের নেতৃত্বে মোল্লাতন্ত্র আরও দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়েছে । উদার শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ হারিয়েছে রাজ্যের মুসলিমদের প্রাণের এই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি ।

মুসলিমদের মূল স্রোতে আনতে হবে--দাবি করা বিজেপি কি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে পারে না? সেক্ষেত্রে শিক্ষামোদী মুসলিম সমাজের একাংশের আশীর্বাদ নিশ্চিত করে বিজেপি পেতেই পারতো ।

৫) আধুনিক সিলেবাস মেনে চলা Recognised Unaided ২৩৫-টি মাদ্রাসার শিক্ষকদের অন্য রাজ্যের মতো ভাতা বা বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাদের প্রায় দশ বছর ধরে বঞ্চিত করে রেখেছে রাজ্যের সংখ্যালঘু মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আরও বিস্ময়কর যে,ওই স্কুলগুলি (যার অনুমোদন দিয়েছে স্বয়ং বর্তমান সরকার)-তে পাঠরত হাজার হাজার হতদরিদ্র ঘরের মুসলিম শিশু-পড়ুয়াদের প্রাপ্য মিড ডে মিল,বই-খাত-ব্যাগ, সাইকেল, স্কলারশীপ দেওয়া থেকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করে চলেছে স্বঘোষিত মুসলিম দরদী রাজ্য সরকার। সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী শিক্ষক - শিক্ষিকাগন প্রায় দশ বছর ধরে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেও কেবল প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই পায় নি ।

প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে --আধুনিক মাদ্রাসার প্রতি কেন মাননীয়ার এত উপেক্ষা ? তাহলে কি খারেজি মাদ্রাসার মাধ্যমে রাজ্যে অজস্র বেকার ইমাম মাওলানা তৈরি করাই দিদির লক্ষ্য ? দিদি তাদের সামান্য ভাতা দিয়ে ভোটের প্রচারে নামাতে পারবেন এই লক্ষ্যে ? জাতীয়তাবাদী আধুনিক শিক্ষার পূজারী বিজেপিও এই ইস্যুতে নীরব কেন ?

৬) বাস্তব সত্য যে,বঙ্গের মুসলিম সমাজের প্রায় ৯০ পড়ুয়াই মূল ধারার আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া । তাদের মাত্র ১০ শতাংশ মাদ্রাসায় পড়ুয়া । অথচ অজ্ঞতাপ্রসূত এমন একটি বিষয় তুলে ধরা হয় যে ,মুসলিম পড়ুয়া মাত্রই যেন মাদ্রাসার ! তদন্ত করলে সহজেই প্রকাশিত হবে যে মূলত মুসলিম ভোটে নিজেদের রাজদণ্ড কায়েম করা সত্ত্বেও বাম আমল থেকে আজকের তৃণমূল আমলে খাস করে রাজ্যের মুসলিম ও দলিত অঞ্চলে জনসংখ্যা পিছু স্কুল ও কলেজের সংখ্যা আনুপাতিক হারে অনেক কম। থাকলেও, তার পরিকাঠামো তুলনামুলকভাবে অনেক খারাপ। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর যার উজ্জ্বল উদাহরণ।

প্রতি এক লাখ জনসংখ্যা পিছু এখানে স্কুল,কলেজের সংখ্যা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম । সংখ্যালঘু বা দলিত অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবার দশা প্রায় একই । পরিচ্ছন্নতা,রাস্তাঘাট,বিদ্যুতায়ন -- এক কথায়, উন্নয়নের সর্বস্তরে এই সব অঞ্চলে সরকারি উপেক্ষা,অবহেলা লজ্জাকরভাবে প্রকট । অথচ এই অসহায়দের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার ন্যূনতম চেষ্টা না করে কিছু দান ও ভিক্ষার মাধ্যমে তাদের পরজীবীতে পরিণত করে ভোট বৈতরণী পার করাই যেন বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ও মোক্ষ ! এই মৌলিক ইস্যুতে প্রতিবাদী বিজেপি কোথায় ?

৭) যে কোনও তদন্তে প্রমাণিত হবে যে ওয়াকফ সম্পত্তি লুঠ,বেদখল ও বেনিয়মে পশ্চিমবঙ্গ এখন সারা দেশে এক নম্বরে। যার শুরু হয়েছিল কংগ্রেস ও বাম আমলে। যা এখন প্রায় মহীরুহ আকার নিয়েছে । অথচ আল্লার নামে দানকৃত এই বিপুল সম্পত্তি মূলত গরীব মুসলমানদের শিক্ষা,স্বাস্থ্য ইত্যাদি সামাজিক উন্নয়নে ব্যয়িত হওয়ার কথা। অনেকের অজানা যে মুসলিম সমাজে নেতা ও মন্ত্রী হওয়ার অন্যতম লক্ষ্যই হল সম্পূর্ণ অরক্ষিত হাজার হাজার কোটি টাকার ওয়াকফ সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে খাওয়া ! সুলতান আহমেদ থেকে ফিরহাদ হাকিম — কে নেই এই তালিকায় ! প্রমাণিত সত্য যে, দীর্ঘদিন ধরে এই দুর্নীতিতে যুক্ত স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যরাই ।

বাস্তবে প্রভাবশালী মুসলিম ধর্মীয়,সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী,যারা আবার মুসলিম সমাজ তথা বর্তমান সরকারের ভোট নিয়ন্ত্রক ,তারা ছলে-বলে-কৌশলে এই ওয়াকফ লুঠ করে এবং তারপর তারা সেই লুঠের একাংশ তাদের রাজনৈতিক হিন্দু প্রভুদের কাছে ভেট দেন -- এটাই রাজ্যের দস্তুর ! যার অনুকূলে অজস্র প্রমাণ মজুত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে,কেন্দ্র সরকার ওয়াকফ সংস্কারের জন্য সম্প্রতি যে বিল বা আইন (উম্মিদ) এনেছে,তাতে এহেন ঐতিহ্যগত লুঠ বাধাপ্রাপ্ত হবে এই আশঙ্কায় 'ইসলাম খ্যাতরে পে' আওয়াজ তুলে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ীদের সামনে এগিয়ে দিয়ে, মুসলিম সমাজের প্রভাবশালী লুটেরাদের দল গোটা রাজ্যে ধর্মীয় অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। সমশেরগঞ্জের নারকীয় ঘটনা যার অনিবার্য পরিণতি ! সঠিক তথ্য প্রমাণ হাতে নিয়ে সঠিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্বে মুসলিমদের সচেতন অংশকে সংগঠিত করে বিজেপির হস্তক্ষেপে বিজ্ঞানসম্মতভাবে রাজ্যে গড়ে তোলা যেত 'ওয়াকফ বাঁচাও আন্দোলন'। একই সঙ্গে কেন্দ্র সরকারের সাহায্য নিয়ে আদালতের মাধ্যমে ধরা যেত ওয়াকফ লুটেরা মুসলিম মাতব্বরদের । সেক্ষেত্রে মরতো এক ঢিলে দুই পাখি! সব বিজেপি তখন মুসলিমদের নজরে ভক্ষক নয়, থাকতো রক্ষকের ভূমিকায়। করেছে কি ?

৮) আলোর নীচে অন্ধকারের মতো লোকচক্ষুর আড়ালে কলকাতা ও তার আশেপাশে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি মসজিদ রয়েছে — যা পরিত্যক্ত ভগ্নদশায় অবস্থান করছে। যার অনেকগুলো ইতিমধ্যে জবরদখল হয়ে কোনটি পরিণত হয়েছে শাসক দলের পার্টি অফিসে বা কোনও প্রভাবশালীর দোকান-পাটে। শোনা যায় কোনও কোনও এহেন পরিত্যক্ত মসজিদে রাতে অন্যান্য পশুদের সঙ্গে নাকি শুয়োরও ঘুমায়।

অথচ বাবরি মসজিদ নিয়ে গেল গেল রব তোলা মুসলিম প্রেমী রাজ্য সরকার অদ্ভুতভাবে নির্বিকার। অদ্ভুতভাবে নির্বিকার ধর্মাশ্রিত বাঙালি মুসলিম সমাজও। এতটা অন্ধকারে তারা নিমজ্জিত যে এই খবরই হয়তো তাদের কাছে নেই ! বিরোধী দল কেন এটিকে রাজনৈতিক ইস্যু করছে না — সেটাও বিস্ময়কর! নাকি তাদেরও জানা নেই ? বাস্তবে,দিদি অক্লেশে মুসলিম ভোট পেতে প্রবল ধর্মীয় আবেগপ্রবণ মুসলিমদের যেভাবে ধর্মীয় শুড়শুড়ি দিতে অভ্যস্ত,সেখানে বিরোধীদের অস্ত্র হতে পারে এই ইস্যু। বিজেপি কি বলে ? এই আন্দোলনে আর যাই হোক হিন্দু ভোট ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বলেই মনে হয় ! কারণ রাজ্যের হিন্দু সমাজে আজও এতটুকু সহিষ্ণুতা অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় !

৯) কেন্দ্র সরকারের সংখ্যালঘু মন্ত্রক গোটা দেশের সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প অনুমোদন ও লাগু করেছে। যেমন — নই রোশনি, নই সাবেরা, নই উড়ান, শিখো ও কামাও ইত্যাদি। যা সংখ্যালঘু,বিশেষ করে নবপ্রজন্মের সংখ্যালঘু পড়ুয়া-যুবকদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার হাতিয়ার হতে পারে । কিন্তু দুঃখের যে, এই প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়ন অন্য রাজ্যে অনেকটা হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার বাস্তবায়নে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ।

শুধু তাই নয়,কেন্দ্র সরকারের উক্ত প্রকল্পের প্রদেয় অর্থরাশি রাজ্যে অন্য খাতে ব্যায় করার বা দুর্নীতি করার ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে । কোথায় আবার প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে সকলকে অন্ধকারে রেখে কেন্দ্রের প্রকল্পকে রাজ্য সরকার নিজেদের প্রকল্প হিসাবে চালিয়ে সাফল্য প্রকাশ করে চলেছে। কেন্দ্রে সরকারে থাকা বিজেপি এই ইস্যুতে রাজ্যে আন্দোলনে নামলে, একদিকে যেমন উপকৃত হবে সংখ্যালঘুরা,অন্যদিকে বিজেপির প্রতি রাজ্যের সংখ্যালঘু সমাজের ঐতিহ্যগত বিরোধীতা বা সন্দেহে অনেকতা প্রলেপ পড়তে পারে। এমন ইস্যু আরও রয়েছে । জানতে হবে । সংখ্যালঘু ভোট পাচ্ছি না বলে কান্নাকাটি না করে অন্তত জানার চেষ্টা করতে হবে । পড়শীকে চিনতে হবে । শুনতে ও জানতে হবে তাদের সুখ-দুঃখ ! তারাও মর্যাদা চায় । চায় নিরাপত্তা ও আস্থা অর্জন।

সর্বোপরি,মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে এক শতাংশ মুসলিম বিজেপিতে না গেলেও, বিজেপির কর্মী হিসাবে তৃণমূল স্তরে কাজ করতে গিয়ে ইতিমধ্যে শহিদ বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যারা, তাদের প্রায় পাঁচ শতাংশ ধর্মে মুসলমান। বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব কি বলিষ্ঠভাবে অর্থ বা উকিল দিয়ে তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা প্রদান করতে পেরেছে ? উত্তর মনে হয় 'না' ! মনে রাখতে হবে,পশ্চিমবঙ্গের মতো পিছিয়ে পড়া অসচেতন মুসলিমবহুল রাজ্যে একজন মুসলিমকে বিজেপি করতে হলে দুটি পাহাড় বা ঝুঁকি টপকাতে হয় — ১) মুসলিম এলাকায় শাসক দলের দুর্বৃত্তদের রক্তচক্ষু -- যা ভুক্তভোগীমাত্রই অবগত ২) মুসলিম সমাজে একঘরে হয়ে কাফের তকমা প্রাপ্তি — যা বাস্তবেই ভয়ঙ্কর ! তবুও মুসলিমরা বিজেপিতে যাবে বা যাচ্ছে ! এই ঝুঁকিকে মাথা নত করে সম্মান জানিয়ে বিজেপি নেতারা ঘোষণা করুন — বিজেপি করা মুসলিমদের মর্যাদা ও সুরক্ষা প্রদানে তাদের গভীর দায়বদ্ধতার কথা !

লেখক: ভারত সরকার প্রদেয় 'পদ্মশ্রী' ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেয় 'শিক্ষারত্ন' সম্মানে ভূষিত শিক্ষাবিদ

ন্যূনতম প্রতিবাদ করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং ভাইস চ্যান্সেলরসহ অন্যদের শাসক দলের পড়ুয়া বা হার্মাদবাহিনী কর্তৃক নিগৃহীত হওয়া এখানে যেন দস্তুর ! উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দপ্তর সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের ভোকেশনাল ট্রেনিং দিতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে বছর তিনেক আগে একশো কোটি টাকারও বেশি ফান্ড বরাদ্দ করে। ওই টাকার প্রায় বৃহৎ অংশ নয়ছয় হওয়ায় তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড আলি প্রতিবাদ করায় তাকে তার চেম্বারে তৃণমূল গুন্ডাদের হাতে চরম নিগৃহীত হতে হয় । সবচেয়ে উদ্বেগের যে, উক্ত গুন্ডাদের শাস্তি হওয়াতো দূরের কথা,সরকার উক্ত ভিসি ড আলিকে চরম অসম্মানিত করে তাকে পদ থেকে অপসারিত করে।

চর্চাবাসর ৯৫

'রাত্রি' (রাত্রি) একটি তৎসম শব্দ, যার অর্থ এটি সরাসরি সংস্কৃত থেকে ধার করা হয়েছে। এটি সংস্কৃত মূল rā ('দেওয়া') থেকে উদ্ভূত। এর প্রতীকী অর্থ 'দাতা' (শান্তি, আনন্দ, বা বিশ্রামের)। রাতের নীরবতাকে বোঝায়, প্রায়শই একই নামের বৈদিক দেবীর সাথে যুক্ত, যা রাতের রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাঁকুড়ার পুনিশোল গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘু ভোটার তালিকায় ‘বিচারাধীন’

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বের হওয়ার পরেই জেলার সব থেকে বড় সংখ্যালঘু গ্রাম নিয়ে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই এই আশঙ্কা চেপে বসেছিল ওই গ্রামের বাসিন্দাদের। চূড়ান্ত তালিকা বের হতেই সেই আশঙ্কাই আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে গোটা গ্রামে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় গ্রামের ভোটারদের এক তৃতীয়াংশেরই নামের পাশে রয়েছে ‘বিচারাধীন’ স্ট্যাম্প। তাই তাঁরা ভোট দিতে আর পাবেন কি না সেই আশঙ্কায় ভুগছেন। আর এর ঘিরেই চলছে রাজনৈতিক তরজা। এই ঘটনাটি ঘটেছে জেলার ওন্দা ব্লকের পুনিশোল গ্রামে। এই গ্রামটি এত বড় যে সংলগ্ন দু’একটি ছোট গ্রাম নিয়েই পুনিশোল গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রায় একশো শতাংশ সংখ্যালঘু মানুষের বাস। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় এসআইআর শুরুর আগে ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৮,৩১৭ জন। সদ্য প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভোটারের নামের পাশে রয়েছে ‘বিচারাধীন’ স্ট্যাম্প। এবিষয়ে নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ হাজার ৫৫৩ জনের নামে পাশে রয়েছে বিচারাধীন স্ট্যাম্প। তাদের নাম ভোটার লিস্টে থাকবে কিনা তা নির্ভর করছে বিচারকদের টেবিলে। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, পুনিশোল গ্রামের প্রায় প্রতি পরিবারের একজন করে ভোটারের নামের পাশে এই স্ট্যাম্প রয়েছে। তাতেই তৈরি হয়েছে জটিলতা। অনেক পরিবারে একাধিক সদস্যের ভোটাধিকার ঝুলে রয়েছে। গ্রামবাসীদের চিন্তা তাঁদের বিষয়টি কবে নিষ্পত্তি হবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আদৌ তা হবে কি না তা নিয়েই শঙ্কা রয়েছে তাদের।

এই ভোটারদের বক্তব্য, তাঁরা বছরের পর বছর ধরে ভোট দিয়ে আসছেন। নিয়ম মেনে বৈধ নথি ও প্রয়োজনীয় তথ্য-সহ এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন। তাদের শুনানিতে ডাক হয়েছিল। সেসময় বৈধ নথিপত্র দেখিয়ে এসেছেন আধিকারিকদের। তারপরেও চূড়ান্ত তালিকায় এভাবে গ্রামের বিপুল সংখ্যক ভোটারকে বিচারাধীন রাখা হয়েছে। শাসকদল-সহ জেলার রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ, এই ঘটনার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই ষড়যন্ত্র রয়েছে। এই নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম। তাদের অভিযোগ, বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম এলাকা বেছে বেছে বিজেপি এই কাজ করেছে। অন্যদিকে বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকারের বক্তব্য, ‘আসলে এরা বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। বিষয়টি বিচারকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’

বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’ ঘিরে উত্তপ্ত বলরামপুর

বিজেপি বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বলরামপুর: বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’কে ঘিরে বলরামপুরে উত্তেজনা ছড়াল। দলীয় পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুরে বলরামপুর, বাঘমুন্ডি রাজ্য সড়কের রসুলডি, হরিণলাটি এলাকায় দু’পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে মারধর ও ইট-পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটে। ভাঙচুর করা হয় বলরামপুরের বিজেপি বিধায়ক বানেশ্বর মাহাতোর গাড়ি। ঘটনায় পাঁচ থেকে ছয়জন বিজেপি কর্মী আহত হন।

পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আহতদের প্রথমে বলরামপুর বাঁশগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন অমিত পাল, ফুচুলাল মুর্মু, মথুর কুমার ও সনাতন মাহাতো। বিধায়ক বানেশ্বর মাহাতোর অভিযোগ, শনিবার বলরামপুরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচি রয়েছে। সেই উপলক্ষে এলাকায় দলীয় পতাকা টাঙানোর সময় একদল লোক লাঠি ও ইট-পাথর নিয়ে হামলা চালায়। তাঁর দাবি, হামলায় কয়েকজন কর্মী আহত হন এবং তাঁকেও আক্রমণের চেষ্টা করা হয়। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। জেলা বিজেপি সভাপতি শংকর মাহাতোও তৃণমূলের মদতে এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন।

অন্যদিকে জেলা তৃণমূলের সিনিয়র সহ-সভাপতি সুষেণ মাঝির পাল্টা দাবি, ‘বিজেপি পরিকল্পনা করেই অশান্তি তৈরি করেছে।’ তাঁর বক্তব্য, ‘ওই সময় এলাকায় একটি মসজিদে নামাজের জন্য মানুষ আসছিলেন। পাশেই একটি মাদ্রাসার সামনে বিজেপির পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করে বচসা থেকে উত্তেজনা ছড়ায়।’ ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য বলরামপুর, বাঘমুন্ডি রাজ্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে আহতদের হাসপাতালে দেখতে যান দিলীপ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিন দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের জানান, ‘যেভাবে আজ পুরুলিয়ার বলরামপুরে পরিবর্তন রথযাত্রার আগে বিধায়ক-সহ একাধিক বিজেপি কর্মীর গাড়ি ভাঙা হয়েছে তাদের উপর হামলা হয়েছে এটা করে পরিবর্তন যাত্রাকে আটকানো যাবে না। কারণ বাংলার মানুষ এবার পরিবর্তন চাইছে, তাই বিজেপি আসছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘কয়েকটা চামচা পুলিশ ও কিছু গুন্ডা দিয়ে বারেবারে ইলেকশন জেতা যায় না। হামলার জবাব এবার তৃণমূল পেয়ে যাবে।’

ভোটের আগে মন্ত্রীর উপহার পানাগড়বাসীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত এক বছর ধরে পানাগড় বাজারে আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আর্থিক সহযোগিতায় পানাগড় গ্রাম থেকে গ্রামবাংলা হোটেল পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তায় পথবাতি লাগানো হয়। সেই পথবাতি পানাগড় গ্রাম থেকে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত জ্বলে উঠলেও পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় থেকে গ্রামবাংলা হোটেল পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার পুরাতন জাতীয় সড়কের রাস্তার পথবাতি জ্বালানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বিদ্যুতের বিলকে দেবে সেই নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে পানাগড় বাজারের এক ব্যবসায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। নাম গোপন রেখে তিনি আগামী কয়েক বছরের জন্য বিদ্যুৎ বিলের অধিকাংশ খরচ বহন করবেন বলে আশ্বাস দেওয়ায়। তড়িঘড়ি সেই পথবাতি জ্বালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় কাঁকসার প্রয়াগপুর মোড়ে একটি ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও সুইচ অন করে আলো জ্বালান রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, এছাড়াও ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান কবি দত্ত, কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের

প্রধান জোৎস্না বাগদি, উপ-প্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝাঁ, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির তিন সদস্য দেবদাস বক্সী এবং নবকুমার সামন্ত ও পিরু খান সহ বিশিষ্টজনেরা। দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান হওয়ায় ও গোটা পানাগড় বাজার আলোকিত হয়ে ওঠায় খুশি পানাগড় বাজারের মানুষ ও ব্যবসায়ীরা।

ভোটাধিকারের দাবিতে বামেদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের সামনে ঘেরাও বিক্ষোভ করে দাবি পেশের পর, শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের রায়না ১ ব্লকের শ্যামসুন্দরে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর অভিযানের ডাক দেয় সিপিআইএম। এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারদের হয়রানি করছে কমিশন। বহু ভোটারদের নাম বিচারাধীন-এর তালিকায় রেখে দিয়েছে। সকল বৈধ ভোটারের নাম ভোটার লিস্টে না তুলে ভোটের দিন ঘোষণা করা চলবে না বলে দাবি তোলে বামেদের। মিছিল সহকারে বাম গণসংগঠনের কর্মী সমর্থকরাও যোগ দেন কর্মসূচিতে। অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। শ্যামসুন্দর থানা মোড় থেকে বিডিও অফিস অবধি একটি মিছিল আয়োজন করা হয়। ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। আগামীদিনেও ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন বাম নেতৃত্ব।

এসএফআইয়ের কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার এসএফআইয়ের ডাকে ‘বন্ধ অকল কি তালা’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অব্যবস্থা ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ জমে রয়েছে। সেই দাবিতেই এদিন এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।

শুক্রবার দুপুরে কার্জন গেট সংলগ্ন এলাকায় সমবেত হন এসএফআইয়ের কর্মী ও সমর্থক ছাত্রছাত্রীরা। সেখান থেকে মিছিল শুরু করে বি.সি. রোড হয়ে রাজবাটি ক্যাম্পাসের দিকে এগিয়ে যায়। রাজবাটির গেটের সামনে পৌঁছালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গেটের সামনে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের। পরে গেটের সামনে বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা।

ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের একাংশের বচসা বাধে এবং কিছু সময় ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় কড়া পুলিশি নজরদারি চালানো হয়। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, আর্থিক দুর্নীতির হিসেব এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি। গোটা ক্যাম্পাস অপরিষ্কার। বারবার বলেও তা সাফাই হয় না। ক্যাম্পাসের সিট ফাঁকা, ছাত্র সংসদের ভোট এখনো হয়নি। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা ক্যাম্পাসে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ বাধা দেয়। নিরাপত্তা রক্ষীরাও তাদের আটকে দেয়। গেট টপকে ঢুকতে গেলে তাদের আটকানো হয়। তাই বাধ্য হয়েই তারা গেটের সামনে বিক্ষোভে বসে। এদিন দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে আধুনিক সুইমিং পুল উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শিল্পনগরী দুর্গাপুরের ক্রীড়া পরিকাঠামোয় যুক্ত হল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে শহিদ ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে নির্মিত অত্যাধুনিক সুইমিং পুলের উদ্বোধন হল শুক্রবার সন্ধ্যায়। এক অনুষ্ঠানে সুইমিং পুলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দুর্গাপুর নগর নিগমের চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, এডিডিএর সিইও অদিতি চৌধুরী , ডিসিপি ট্রাফিক সতীশ পাশুমার্তি, ডিসিপি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই সুইমিং পুলটি আধুনিক মানের পরিকাঠামো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এখানে সাঁতার প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং ক্রীড়া কার্যক্রমের আয়োজন করা সম্ভব হবে। এর ফলে দুর্গাপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রতিভাবান সাঁতারুদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভায় বাহিনী ও পুলিশের রুটমার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরাপত্তা জোরদার করতে এবার নদিয়ার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত ভাতজাংলা পঞ্চায়েতের মুসলিম পাড়া ও বকুলতলা পাড়া এলাকায় রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে শুরু হয় রুটমার্চ। শুক্রবার সকালে এই রুটমার্চে অংশ নেন কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ আধিকারিকরা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা বাড়াতে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন পুলিশের আধিকারিকরা। নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলাজুড়ে এই ধরনের নিরাপত্তা টহল আরও বাড়ানো হবে বলে জানা গেছে প্রশাসন সূত্রে। সূত্রের খবর, গতকালই কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় ১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছায়। তারপরে সকাল থেকে শুরু হয় রুটমার্চ।

তৃণমূলের বাইক মিছিল পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটাধিকার সকল বৈধ ভোটারকে দিতে হবে। এই দাবিতে তৃণমূলের মহা বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ অনান্য কর্মীরা। এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারদের হয়রানি করছে কমিশন। বহু ভোটারদের নাম বিচারাধীনের তালিকায় রাখা হয়েছে। সকল বৈধ ভোটারের নাম ভোটার লিস্টে না তুলে ভোটের দিন ঘোষণা করা চলবে না বলে দাবি তৃণমূলের। এই দাবিতেই বিশাল বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয় পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকে। এদিন নাদনঘাট থানা এলাকার বিদ্যানগর মোড় থেকে ধোবার মোড় পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তায় বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, ‘বিজেপির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের গোপন আঁতাত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মানুষকে আর হয়রানি করা যাবে না। আমাদের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।’

এসআইআর নিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: আবারও এসআইআরের পর ভোটার তালিকা অসংখ্য মানুষের নাম বাদ ও বিচারাধীন থাকার প্রতিবাদে কমিশনের বিরুদ্ধে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো সুন্দরবনবাসী। হিঙ্গলগঞ্জের বোলতলা এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে ক্ষুব্ধ মানুষ। অবরোধের ফলে তৈরি হয়েছে যানজট। বিক্ষোভকারীদের দাবি যতদিন তাদের নাম ভোটার তালিকা না উঠছে এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় মানুষদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ যাচ্ছে। তারই প্রতিবাদে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। তাদের মূলত দাবি, বৈধ ভোটারদের নাম কোনও মতে বাদ দেওয়া যাবে না। যারা বহু বছর ধরে এখানে বসবাস করছে তাদের অনেকের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। তারই প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করা হয়েছে।

ফর্ম নং URC-2

অধ্যায় XXI-এর পার্ট-I অনুসারে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি

[কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৪(১) অনুসারে]

১। এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে (১৫) পনেরো দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কিন্তু ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারের নিকট একটি আবেদন দাখিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে ‘সাজ ক্রিয়েশনস’ (PAN ADUFS4201N), একটি পার্টনারশিপ ফার্ম, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর অধ্যায় XXI-এর পার্ট-I অনুসারে “সাজ ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড” নামে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২। প্রস্তাবিত কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ
• টয়লেট্রিজ, সুগন্ধি ও প্রসাধনী সামগ্রীর পাইকারি ব্যবসা পরিচালনা করা এবং গহনা ও সংশ্লিষ্ট সামগ্রী উৎপাদন করা।

৩। প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনের একটি অনুলিপি 234/3A, এজে সি বোস রোড, এফএমসি ফর্চুনা বিল্ডিং, ৪র্থ তলা, A14, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় অবস্থিত কার্যালয়ে, কর্মদিবসে সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টার মধ্যে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪। এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি আপত্তি জানাতে ইচ্ছুক হলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে তার আপত্তি রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (CRC), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (IICA), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর।

৫। আইএমটি মানেসার, জেলা গুরুগ্রাম (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ ঠিকানায় প্রেরণ করতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও প্রেরণ করতে হবে।

তারিখ- ০৭.০৩.২০২৬
স্থান- কলকাতা
পক্ষে ও প্রতিনিধিত্বে
সাজ ক্রিয়েশনস
(পার্টনারশিপ ফার্ম)

স্বাক্ষরিত/-
সালোনি সুরেকা
পদবী পার্টনার

NOTICE

PCBL LIMITED

Registered Office: Duncan House, 31 Netaji Subhas Road, Kolkata – 700 001, West Bengal, India

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost / misplaced and the holder(s) / purchaser(s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 15 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Name of Shareholder as per share certificate	Folio No.	No. of shares	Distinctive Numbers	Certificate Numbers
Aruna Purohit Abha Purohit	P00932	1350	6670981 To 6672330	203745 To 203771

Place : Kolkata, Date : 06.03.2026

Nadia District Police Employees Co-operative Credit Society Ltd.

Regd. No. 9/04-05, Dt-09/11/2004, Krishnagar Police District, Nadia

নির্বাচনঃ সমবায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন।

প্রার্থী পদঃ ৯ টি প্রার্থী যোগ্যতাঃ WBCS Rules 2011 এর Rule 42 এবং WBCS Acts, 2006 এর Sec 32(7) অনুযায়ী।

নির্বাচনী নির্ঘন্ট

মনোনয়নপত্র গ্রহণঃ ২৭/০৩/২০২৬ থেকে ২৮/০৩/২০২৬,পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত, সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস।
মনোনয়নপত্র পরীক্ষাঃ ৩০/০৩/২০২৬, ১২ টা, সমিতির নিবণীকৃত অফিস।
বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশঃ- ৩০/০৩/২০২৬, মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস।
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখঃ ০১/০৪/২০২৬ বেলা ৩টা পর্যন্ত, সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস।
চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশঃ ০১/০৪/২০২৬, বেলা ৪ টার পর সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস।
নির্বাচন (যদি প্রয়োজন হয়)ঃ ০৯/০৪/২০২৬,রবিবার, বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত।
স্থানঃ সমবায় সমিতির কার্যালয়।
ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পরেই গণণা করে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
০৬/০৩/২০২৬

সহকারী নির্বাচন আধিকারিক,
Nadia District Police Employees Co-operative Credit Society Ltd.

ACHIIEVERS FINANCE

অ্যাচিভার্স ফিনান্স ইন্ডিয়া লিমিটেড
(পূর্বতন অ্যাচিভার্স ফিনান্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)
CIN : U51909WB1996PLC082118
রেজি. অফিস : ৩২/এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, সখেরবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৮
টেলি : নং ০৩৩ ৬৬০৬ ৩০০০, ইমেল : cs@achieversind.com

ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের প্রতি নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণ যারা জামিনদত্ত, রেটেড, লিস্টেড, রিডিমেবল, নন কনভার্টিবল ডিবেঞ্চার (এনসিডি) প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ভিত্তিক প্রাথমিক মূল্য ১,০০,০০০ টাকা প্রতিটি, ISINs INE065507AM4 এবং INE065507AI2 অধীন সাম্প্রতিক রিডেম্পশন উক্ত ISINsএর। উশুল পরিমাণ প্রতিটি ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে আদায় দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের, যারা রেকর্ড ডেট অনুযায়ী ডিবেঞ্চার অধিকার করেন। তারিখগুলি নিম্নোক্ত মতে :

ISIN	INE065507AI2	INE065507AM4
সুদ প্রদানের তাৎক্ষণিকতা	বার্ষিক	মাসিক
রেকর্ড ডেট	১২ মার্চ ২০২৬	১২ মার্চ ২০২৬
উশুলের তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়ার মেয়াদ	২৬ মার্চ, ২০২৬- ৩০ মার্চ ২০২৬	২৬ মার্চ, ২০২৬- ৩০ মার্চ ২০২৬
প্রদানের তারিখ /তাৎক্ষণিক উশুলের তারিখ	৩১ মার্চ ২০২৬	৩১ মার্চ ২০২৬
প্রাথমিক মূল্য (টাকা) প্রতি এনসিডি	১,০০,০০০ টাকা	১,০০,০০০ টাকা

কোম্পানির ওয়েবসাইট www.achiieversfinance.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com নোটিশ উপলব্ধ যেখানে কোম্পানির এনসিডি তালিকাভুক্ত। কোনও কারণে কোনও প্রশ্ন/ ব্যাখ্যার জন্য ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণ নিম্নোক্তর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন : **অ্যাচিভার্স ফিনান্স ইন্ডিয়া লিমিটেড**, ফোন নং : ০৩৩ ৬৬০৬ ৩০০০, ইমেল আইডি : cs@achieversind.com

অ্যাচিভার্স ফিনান্স ইন্ডিয়া লিমিটেড এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.০৩.২০২৬

স্বা/-
সুমন চক্রবর্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০২৪৫৫৫৫৪

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা/গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদার/গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ‘‘আনডেলিভার্ড’’ হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল&টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। ‘এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন’।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি		স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
		এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	
H03502200222050709, H03502200222050709L, H03502200222050709G, H03502280222055851	1. বিক্রান্ত কুমার সিং 2. শান্তি দেবী	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 20/02/2026 এনপিএ তারিখ : 08/06/2025	17/02/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ20,49,413.04/- (টাকা কুড়ি লাখ উনপঞ্চাশ হাজার চারশো তেরো এবং চার পয়সা মাত্র।)	অনুসূচি-I ফ্ল্যাটের সমস্ত খণ্ড ও অংশের বিবরণ : বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (পূর্বে রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি) সীমার মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 2 অধীনে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং এএস/03/বিএল-জে/09-10 (পূর্বে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং এএস/118/ব্লক-জে/09-10-এর অংশ), বেড়াবেড়ি, সিখের বাগান, কোলকাতা - 700136-এর বিভক্ত এবং সীমানাবদ্ধ অংশে অবস্থিত, থাকা ও হওয়া উত্তর 24 পরগণা জেলাতে এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত এল.আর.খতিয়ান নং 505, 5953, 5891 এবং 6044, মৌজা গোপালপুর, জে.এল নং 2'য়ে নথিবদ্ধ আর.এস./এল.আর. দাগ নং 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3837, 3886 এবং 3888'য়ে ধারণকৃত জমির বিভক্ত ও সীমানাবদ্ধ অংশ হওয়া 4 বিঘা, 19 কাঠা, 12 ছটাক ও 5.65 বর্গফুট (আনুমানিক)-এর সঙ্গে সমতুল্য প্রায় 164.6005 দশমিক পরিমাপ জমির প্লটে বা উহার উপরে গড়া ও নির্মিত ‘সিদ্ধা টাউন’ হিসাবে বিদিত কমপ্লেক্সের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে একটা মিডিয়াম সাইজের কার পার্ক করার জন্যে প্রায় 135 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের জায়গার সঙ্গে একত্রে ‘অর্চিড’ নামক বিল্ডিংয়ের ফোর্থ ফ্লোরে প্রায় 770 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ওআর-401।

তারিখ: 07.03.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

বैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোন
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ভেহিকেলের ই-নিলাম বিক্রয়

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ২৩.০৩.২০২৬ তারিখে

দায়বদ্ধ (ভেহিকেলস) সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/আইনগত উত্তরাধিকারীদের বিশেষ করে এবং জনসাধারণের কাছে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/আইনগত উত্তরাধিকারীদের কাছে একাধিক নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও, তারা উক্ত নোটিশে উল্লিখিত যানবাহন ঋণে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, ব্যাংক কর্তৃক যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যানবাহনগুলি ২৩-০৩-২০২৬ তারিখে অনলাইন ই-নিলাম/বিডিং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে https://baanknet.com/eauction-psb সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত। যানবাহনগুলি ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যেখানে যা আছে’’ এবং ‘‘যেমন অবস্থায় আছে’’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে টেবিলে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছে বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের বিবরণ, বকেয়া পরিমাণ, অস্থাবর সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং আমানতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ - ঋণগ্রহীতা/আইনগত উত্তরাধিকারীরা আবার আপনার যানবাহনের দখল ফেরত পাওয়ার আগে অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং ব্যয় সহ মোট বকেয়া জমা করার অনুরোধ করেছেন, যা ব্যর্থ হলে বিক্রি করা হবে এবং আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে অর্থ সমন্বয় করা হবে।

ক্রম নং	শাখা (যোগোযোগ নং)/ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা/বকেয়া পরিমাণ (২৬.০৩.২০২৫) অনুযায়ী	ভেহিকেলের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য বায়না জমা (ইএমডি) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	পার্কিং এলাকা বিস্তারিত
১	**সল্ট লেক শাখা (মো : ৯৬৭৪৩২২৫৭৮)** **ঋণগ্রহীতা :** সৌম্য মুখার্জি, **ঠিকানা :** সি৩/১১, করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট, ব্লক-ইডি, আনন্দলোক হাসপাতালের নিকট, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, পব। **মোট বকেয়া পরিমাণ ১০,০৬,৮৫৪ টাকা** এবং অধার্য সুদ প্রযোজ্য হারে, অন্যান্য শুল্ক এবং ব্যয় ০৮.০১.২০২৬ থেকে।	মেক : কিয়া। মডেল নাম : SELTOSG1.56 MT HTKPlus ইঞ্জিন নং : G4FLRV855658 চেসিস নং : MZBEP812LRN658815 রেজি. নং : 24BH 7473K	৮,৯০,০০০ টাকা ৮৯,০০০ টাকা ১০,০০০ টাকা।	ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বারাসত জোনাল অফিস প্রেমিসেস গ্যারাজ এরিয়া।

যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১১.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পার্কিং এলাকায়।

ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৩.০৩.২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত

নিয়ম এবং শর্তাবলী

১) নিলাম বিক্রয় / বিডিং শুধুমাত্র **‘‘অনলাইন বিডিং প্রক্রিয়া’’ এর মাধ্যমে ‘‘যেখানে যেমন আছে’’ এবং ‘‘যেখানে যা আছে’’ এবং ‘‘যে অবস্থায় আছে’’** ভিত্তিতে ওয়েবসাইট/ই-নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com/eauction-psb/** এর মাধ্যমে করা হবে।
২) নিলামের তারিখের অনেক আগে BAANKNET দ্বারা অনুসরণ করা পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োজনীয় KYC নথি এবং নিবন্ধন ফি প্রদান করে BAANKNET-এ নিজেদের নিবন্ধিত করতে হবে।
৩) **ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ২৩.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত, প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ১০ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনশন সহ। ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩.০৩.২০২৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।** নিলাম সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের উপর শুরু হবে। ভেহিকেল সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের নীচে বিক্রি করা হবে না।
৪) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে BAANKNET-এ রক্ষিত তার দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে **https://baanknet.com/eauction-psb**/-এর মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে।
৫) ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলামের তারিখের কমপক্ষে একদিন আগে ইএমডি স্থানান্তরিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে BAANKNET-এ রক্ষিত তার ওয়ালেটে ইএমডির পরিমাণ প্রতিফলিত হচ্ছে।
৬) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তবে, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে, নিলামে তোলা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে দায়বদ্ধতা, মালিকানা/দাবি/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপনটি কোনও প্রতিশ্রুতি বা ব্যাংকের কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটিকে বিবেচনা করা হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন করা এবং তাদের সন্তুষ্ট করা।
৭) **উপরে উল্লেখিত তফসিলে উল্লেখিত বিশদ বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংকের সর্বোচ্চ তথ্যের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং / অথবা ব্যাংক এই পাবলিক নোটিশে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।**
(৮) সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী দরদাতারা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান পুনরুদ্ধার বিভাগ, বারাসাত জোনাল অফিস, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সল্টলেকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
(৯) সফল দরদাতাদের আয়ের টাকা আমানত (ইএমডি) অংশ বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে। ইএমডি এবং পরবর্তী দরপত্রের আমানতের কোনও সুদ বহন করা হবে না। বিক্রয়ের ১ দিনের মধ্যে এবং বিক্রয়ের ৭ দিনের আগে অবশিষ্ট অর্থ বিক্রয়ের পরিমাণ সমন্বয় করার পরে সফল দরদাতাদের চূড়ান্ত দর মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা করতে হবে। সফল দরদাতার দ্বারা ডিফল্ট জমা হিসাবে জমা করা হলে ইতিমধ্যে জমা করা এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে এবং ডিফল্ট দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণ নির্বিশেষে কোনও দাবি/অধিকার থাকবে না।
(১০) নিলামের পূর্বে ব্যাংক/অনুমোদিত কর্মকর্তা/সেবা প্রদানকারীর দরদাতাদের প্রতি কোনও বাধা বা বিলম্বের জন্য দায়বদ্ধতা থাকবে না কারণ নির্বিশেষে
(১১) দরদাতাদের আপনার নিলামে অংশগ্রহণের আগে পরিষেবা প্রদানকারী কর্তৃক গৃহীত নিলামের শর্তাবলী এবং পদ্ধতিগুলির গ্রহণযোগ্যতা জমা দিতে হবে। দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া দরপত্র বাতিল/প্রত্যাহার করা যাবে না এবং দরদাতাদের চূড়ান্ত দরপত্র মূল্যে সম্পত্তি কিনতে বাধ্য করা হবে। দরদাতার পক্ষ থেকে এখানে উল্লিখিত ই-নিলামের যেকোনো শর্ত মেনে চলতে ব্যর্থতার ফলে খেলাপি দরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
(১২) বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পৃষ্ঠা পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত (১) **https//baanknet.com/eauction-psb/**(২) **www.bankofindia.bank.in**
(১৩) নিলাম প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও অসুবিধা এবং সহযোগিতর প্রয়োজনে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি **(https://baanknet.com/eauction-psb/)** যা ই-নিলমা পোর্টালে বিস্তারিত উপলব্ধ জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।
(১৪) সকল আইনগত পাওনা/অ-আইনগত পাওনা/প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক/স্থানান্তর চার্জ/সকল ফি/অ্যাসেসমেন্ট চার্জ/অন্যান্য পাওনা যার মধ্যে নিবন্ধন চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, কর, প্রযোজ্য টিডিএস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সফল দরদাতা বহন করতে হবে।
(১৫) খেলাপি দরদাতা কর্তৃক জমাকৃত অর্থের বাজেয়াপ্তির ক্ষেত্রে, তিনি পরবর্তীকালে বিক্রি হতে পারে এমন অর্থের কোনও অংশের উপর সম্পত্তি দাবি করতে পারবেন না।
(১৬) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সংরক্ষিত অধিকার আছে যে কোনও সময় সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা যেকোনো কারণ নির্ধারণ না করেই নিলাম স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বিচ্ছিন্ন বা পরিবর্তিত করার এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। সফল দরদাতার ঘোষণা সংক্রান্ত অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সকল দরদাতার উপর বাধ্যতামূলক হবে।
(১৭) ইন্টারনেট ব্যর্থতা, বিদ্যুৎ ব্যর্থতা বা প্রযুক্তিগত কারণ বা কারণ/আপনার নিলামকে প্রভাবিত করার কারণে কোনও ব্যাঘাতের জন্য ব্যাংক বিশ্বাসযোগ্য হবে না।
(১৮) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা এবং নিশ্চিতকরণের পরে বিক্রয় শংসাপত্রটি জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে জারি করা হবে। দরপত্র জমা দেওয়া/নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনও বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করা হবে না।
(১৯) সফল দরদাতার ইএমডি BAANKNET-এ রক্ষিত তাদের নিজ নিজ ওয়ালেটে ফেরত পাঠানো হবে। দরদাতাকে BAANKNET এর মাধ্যমে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে হবে। দরদাতারা কোনও সুদ, খরচ, ব্যয় এবং অন্য কোনও চার্জ (যদি থাকে) দাবি করতে পারবেন না।
(২০) সফল দরদাতারা পনেরো দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে স্টকইয়ার্ড থেকে কোনও যানবাহন (গুলি) ডেলিভারি নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭.০৩.২০২৬

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ খোদ সরকারি শিক্ষক মালদার বিএলও'র

অভিযোগপত্র হাতে ভোটারদের ভিড় জেলাশাসক দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কেউ সরকারি কর্মচারি হিসাবে বিএলও'র দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তারপরেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ওই বিএলও'র নাম বাদ গিয়েছে। আবার কারোর পরিবারের সকলের নাম থাকলেও, নিজের নাম বাদ চলে এসেছে। এরকমই নানান ভাবে বাদের তালিকায় থাকা অসংখ্য ভোটারেরা ভিড় করলেন মালদার জেলাশাসকের দপ্তরে। শুক্রবার দুপুরে রীতিমতো জেলাশাসকের দপ্তরে শতাধিক বাদের তালিকায় থাকা ভোটারদের নতুন করে আবেদন জমা নেওয়া হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে এতে কতটা কাজ দেবে তা নিয়ে এখনও চিন্তিত উপস্থিত ভোটারদের অধিকাংশই। তারা বলেন, পরিবারের বাবা মায়ের নাম আছে অথচ তাদের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কোথাও

গাফিলতি রয়েছে বলেও অভিযোগ ওইসব বাদের তালিকায় থাকা ভোটারদের।

এদিন গাজোল ব্লকের সুকান্তপল্লি এলাকার বিএলও মানিক কুন্ডু বলেন, 'আমি পেশায় একজন সরকারি স্কুল শিক্ষক। গাজোল গ্রাম পঞ্চায়েতে সুকান্তপল্লি এলাকার ১৫২ নম্বর বুথের ভোটার। আমার দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকার ৫৬ পাটের বিএলও হিসাবে। সাধারণ মানুষের নাগরিকত্ব যেখানে সুনিশ্চিতকরণের জন্য আমি আবেদনপত্র গ্রহণ করেছি এবং জমা দিয়েছি। অথচ একজন সরকারি কর্মী হয়ে আমার নামই বাদ চলে গিয়েছে। আমার বাবার নাম, মা ও ভাইয়ের সকলের নাম রয়েছে। এটা আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে। ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও সুরাহা মেলেনি। অবশ্যই এব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।'

এদিকে এদিন ইংরেজবাজার শহরের প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূর ঝলঝলিয়া থেকে জেলা প্রশাসনিক ভবনে এসেছিলেন ৭০ বছর বয়সি বৃদ্ধা ভবিয়া মন্ডল। তিনি বলেন, 'এতদিন ধরে ভোট দিয়ে এলাম। স্বামী মারা গিয়েছেন। ছেলেরাও বাইরে থাকেন। কিন্তু ভোটার তালিকা থেকে নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। না মরেও যেন ভূত হয়ে প্রশাসনিক ভবনে এসেছি। এখানে এসে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ পত্র জমা দিয়েছি।'

এদিন জেলাশাসকের দপ্তরে উপস্থিত হয়ে ছিলেন বাদের তালিকায় থাকা ইংরেজবাজারের বাসিন্দা ভোটার সবিতা মন্ডল, সুজাতা হালদার, বিকাশ মণ্ডল। তাঁরা বলেন, 'আমাদের ভোটার তালিকায় নাম ডিলিট হয়েছে। তাই জীবন্ত থাকার প্রমানপত্র নিয়ে নতুন করে নাম তুলতে ফর্ম পূরণ করতে এসেছি। এর আগেও এসআইআর-এর সময় সমস্ত প্রমাণপত্র জমা দিয়েছিলাম বিএলও'র কাছে। কিন্তু তালিকা প্রকাশ হতেই তাদের নামের পাশে রয়েছে ডিলিটেড। আর সেই উৎকণ্ঠা নিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরে আমাদের মতন কয়েকশো এরকম ভোটারেরা হাজির হয়েছেন।'

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। তাতে মালদায় বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছেন ৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০ জন ভোটার। জেলায় মোট ভোটার ২৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ২০৩ জন। সদ্য প্রকাশিত ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে ২ লক্ষ ২০ হাজার ১৫৩ জন। এদিন জেলাশাসকের দপ্তরে উপস্থিত অধিকাংশ বাদের তালিকায় থাকা ভোটারদের বক্তব্য, তাঁরা ১৯৮৫ সালের জমির দলিল দিয়েছেন। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সমস্ত কিছু দিয়েছেন। তাঁদের দেওয়া ভোটে বেশ কয়েকবার সরকার নির্বাচিত হয়েছে। তারপরও তাদের নাম ডিলিটের তালিকায় উরাখা হয়েছে। যদিও এপ্রসঙ্গে মালদার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল কোনও মন্তব্য করেননি।

সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের তেঁতুলিয়ায় পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চ্যাটার্জি। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'রাজ্যকে ৫০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে সিপিএম এবং কংগ্রেস।' তাদের দিকে আঙুল তোলার পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসকেও যুক্ত করে তিনি বলেন, 'আমরা এবার বসিরহাট মহকুমার সাতটি বিধানসভায় বিপুল পরিমাণে জিতব। বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করব। বাংলার মানুষ আমাদেরকে ভোট দিন বেকারত্ব,

অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। যেভাবে তৃণমূল অপশাসন চালাচ্ছে, তা বাংলাকে অন্যান্য রাজ্যের থেকে অনেক গুণ পিছিয়ে দিয়েছে। আমরা কথা দিচ্ছি আবার বাংলা সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনব।' উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগর বিধানসভার তেঁতুলিয়া থেকে এদিন বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়। এদিন লকেট চ্যাটার্জি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী ভগবান দাস তেঁতুলিয়া এলাকায় সভা করেন। তারপরেই রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন। চারঘাট, মসলন্দপুর হয়ে বনগাঁ মহকুমা যায় এই পরিবর্তন যাত্রা রথ।

মালদায় ফের শুটআউট

গ্যারেজের মালিককে লক্ষ্য করে চলল গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচকের মথুরাপুরের পর এবার শুট আউটের ঘটনা ঘটল খোদ মালদা শহরের বুকে। সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে এক গ্যারেজের মালিককে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠলো এক যুবকের বিরুদ্ধে। এইগুলি কাণ্ডের ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন ওই গ্যারেজের মালিক। বৃহস্পতিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার মালঞ্চপল্লি এলাকায়।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারী গ্যারেজ কর্মীর নাম স্বাধীন সরকার। তাঁর বাড়ি মালদা শহরের মালঞ্চপল্লি এলাকায়। হামলাকারী যুবকের নাম মানদীপ আগারওয়াল, তার বাড়ি মালদার গয়েশপুর এলাকায়। স্বাধীনবাবু জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই গ্যারেজ রয়েছে তাঁর। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতেও গ্যারেজের কাজকর্ম সেরে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। রাত এগারোটা নাগাদ মানদীপ নামে এক যুবক এসে তাকে হঠাৎ করেই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। যার প্রতিবাদ করেন তিনি। এনিয়ে সামান্য বচসা হয়। আর এই বচসার জেরে মানদীপ তাকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে তখনকার মতো চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফের বাইক নিয়ে ফিরে আসে এবং বাইকের ডিকি থেকে বন্দুক বের করে তাকে লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি চালায়। যদিও সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ফলে তিনি প্রাণে রক্ষা পান। এই ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত যুবক চম্পট দেয়। তাই তিনি গোটা ঘটনা জানিয়ে শুক্রবার ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

স্থানীয় একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকার আশেপাশে মাদকের কারবার এত বেড়ে গিয়েছে যে এরকম নেশাখোরদের অত্যাচার ক্রমাগত চলছে। কোনও কিছু অপরাধ দেখতে গেলে প্রতিবাদ করাতেই প্রকাশ্যেই গুলি চালিয়ে মানুষকে খুন করার হুমকি দিচ্ছে নেশাখোরদের দল। স্বাভাবিক কারণেই গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশের কঠোরভাবে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই হামলার ঘটনার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন সূত্র ধরে খোঁজ চালানো শুরু করা হয়েছে।

আর্থিক সংকটে রেশন ডিলাররা

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে বালুরঘাটে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাজ্যের গণবণ্টন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত রেশন ডিলাররা এবার চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হলেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রেশন ডিলারদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কমিশন বৃদ্ধি না হওয়া এবং বকেয়া পাওনা আটকে থাকায় তাঁরা সংসার ও দোকান চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। এই সংকট নিরসনে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

শুক্রবার 'অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলারস ফেডারেশন'-এর পক্ষ থেকে বালুরঘাটে জেলা শাসকের দপ্তরে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রকল্প তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে তাঁরা দিনরাত কাজ করেন। অথচ, সেই তুলনায় তাঁদের প্রাপ্য কমিশন বা ভাতায় কোনো পরিবর্তন আনা হচ্ছে না। স্মারকলিপিতে রেশন ডিলাররা মূলত ডিলারদের মাসিক কমিশন ও ভাতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা, 'টায়েড-ওভার অ্যালোকেশন', অতিরিক্ত মার্জিনের যে বকেয়া টাকা প্রশাসনের কাছে পড়ে আছে, তা দ্রুত মেটানো প্রভৃতি বিষয়গুলি তুলে ধরেন। পাশাপাশি ডিলারদের দাবি, সঠিক সময়ে অর্থ না পাওয়ায় অনেক রেশন দোকান আজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফেডারেশনের নেতৃত্ব সতর্ক করে বলেছেন, তাঁদের এই দাবিকে কেবল পেশাগত দাবি হিসেবে দেখলে ভুল হবে। সঠিক পরিকাঠামো ও আর্থিক নিরাপত্তা না থাকলে রাজ্যের সামগ্রিক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ইতিবাচক সাড়া না পাওয়া গেলে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন ও কর্মবিরতির পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ ডিলাররা। সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের তরফে কমলেশ ফৌজদার জানান 'আমরা বছরের পর বছর নামমাত্র কমিশনে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান বাজারদরে দোকান চালানোর খরচ সামলে লাভ তো দূরের কথা, পকেট থেকে টাকা খরচ হচ্ছে। তাই আজ আমরা প্রায় ৭ দফা দাবিতে গণ ডেকোরেশন কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে।'

দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চালু হল 'মা ক্যান্টিন'

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চালু হলো 'মা ক্যান্টিন'। রোগী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে শুক্রবার এই ক্যান্টিনের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস-সহ হাসপাতালের অন্যান্য আধিকারিকরা।

মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, এই 'মা ক্যান্টিন' চালু হওয়ার ফলে হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা খুবই উপকৃত হবেন। মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে এখানে পেট ভরে ডিম-ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। তাঁর কথায়, অনেক সময় দূরদূরান্ত থেকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসা মানুষদের খাবারের সমস্যা হয়। এই ক্যান্টিন চালু হওয়ায় স্বল্প খরচে পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যাবে। রোগী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, হাসপাতালের পরিষেবাকে আরও মানবিক ও সহজলভ্য করে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, প্রতিদিন বহু মানুষ এই পরিষেবার সুবিধা পাবে।

নির্বাচনের আগে লাগাতার টহল প্যারামিলিটারি ফোর্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন থানা এলাকায় চলছে রুটমার্চ। পুলিশের সহায়তায় প্যারামিলিটারি ফোর্সের জওয়ানেরা শহর ও গ্রাম এলাকায় ঘুরছে। তারা মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। মূলত নির্বাচনের আগে এলাকায় ঘুরে মানুষের মধ্যে ভয় কাটানোর চেষ্টা করছে। পুলিশের দাবি, প্রতিদিনই নিয়ম করে এলাকায় ঘুরছে প্যারামিলিটারি ফোর্সের জওয়ানেরা। বিশেষত স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বেশি দেখা যাচ্ছে তাদের। এই প্রসঙ্গে বিজেপির দাবি,

ভোটের আগে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল এলাকা দখলের চেষ্টা করে, মানুষের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে তাই এবার ভোট ঘোষণার আগে থেকেই প্যারামিলিটারি ফোর্সকে বাংলায় পাঠানো হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়কে জয় করে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। যদিও এই বিষয়টিকে ভালোভাবে নিচ্ছে না তৃণমূল। তাদের পাল্টা দাবি, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করার জন্যই বিজেপি কৌশল করে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে প্যারামিলিটারি ফোর্সকে বাংলায় পাঠিয়েছে। বিতর্ক যতই দানা বাঁধুক না কেন প্যারামিলিটারি ফোর্সের জওয়ানেরা তাদের কাজ করে চলেছে। প্রতিদিনই তাদের রাস্তায় দেখা যাচ্ছে। কখনও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের মনোবল বাড়াচ্ছে। তবে প্যারামিলিটারি ফোর্সকে দেখে খুশি সাধারণ মানুষ। তাদের দাবি ভোটের আগেই জওয়ানেরা এলাকায় টহল দেওয়াতে অনেক দুষ্কর্ম কমেছে।

বাদ যাওয়া ভোটাররা বাংলাদেশি, দিদিমণি ওদের ভোটেই জিততেন: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: 'এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ যাওয়া ভোটাররা সব বাংলাদেশি। এদের ভোটেই এতদিন দিদিমণি জিততেন। এবার নির্বাচন কমিশন ধানের আগড়ার মতো কুলো দিয়ে উড়িয়ে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য দিদিমণি রাতদিন কান্নাকাটি শুরু করেছেন।' শুক্রবার বিকেলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনি মন্তব্য করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি আরো বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা জীবন কিছুই করেন নি। শুধু ধরনাই দিয়ে গেছেন। তাই আবার ধরনা দিচ্ছেন।' এসআইআরে ৬০ লক্ষ ভোটারকে বিবেচনাধীন রাখার বিরুদ্ধে ধর্মতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ধরনায় বসা নিয়ে এই মন্তব্যই করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন রঘুনাথপুর শহরে পরিবর্তন যাত্রার সভামঞ্চে বক্তব্যে দিলীপ ঘোষ জানান, 'বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজনদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। দিদিমনি ওদের ভোটেই জিতেছে। যেখানে তৃণমূল জিতেছিল সেখানেই কমসে কম ৩০ থেকে ৬০ হাজার নাম বাদ গেছে। ভবানীপুরে প্রথমেই বাদ গেছে সাড়ে ৪৪ হাজার ভোট। আরও ২-৩ হাজার বাদ যাবে। সবমিলিয়ে প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ হাজার ভুয়ো ভোটে দিদিমনি জিতেছিল।' দিলীপের দাবি, 'প্রথমেই ৬৫ লক্ষের মত বাংলাদেশী ভোটারের নাম বাদ গেছে। আরো ৫০ লক্ষ বাদ যাবে। দিদিমনি নিজেই বলে দিয়েছেন ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নাম বাদ যাবে। মানে এতগুলো ভুয়ো ভোটার উনি ভোটার তালিকায় ঢুকিয়েছিলেন।' শুক্রবার দুপুরে পশ্চিম বর্ধমান থেকে বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা এসে পৌঁছায় পুরুলিয়া জেলার নিতুড়িয়ার থানার অন্তর্গত পারবেলিয়া এলাকায়। এরপর রথ এগিয়ে যায় রঘুনাথপুর শহরের দিকে। রঘুনাথপুর শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ডে পরিবর্তন সংকল্প সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বাঁকুড়ার সাংসদ সুভাষ সরকার, বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, বিধায়ক বিবেকানন্দ বাউড়ি-সহ বিজেপির পদাধিকারী ও কর্মী সমর্থকরা। রঘুনাথপুর শহরে রথ পৌঁছালে হাজার হাজার বিজেপি কর্মীর সমর্থকরা শঙ্খ বাজিয়ে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে স্বাগত জানান। এরপর সন্ধ্যায় রথ পৌঁছে যায় পুরুলিয়া বিধানসভা এলাকায়। শনিবার সকালে পুরুলিয়া শহরের টেক্সি স্ট্যান্ডে একটি অভ্যর্থনা সভার মাধ্যমে এই পরিবর্তন রথযাত্রা এগিয়ে যাবে ঝালদা হয়ে বলরামপুর।

হুগলিতে গঙ্গায় তলিয়ে যাচ্ছে একাধিক ঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: যেভাবে হুগলি জেলায় গঙ্গার পাড়ে ভাঙন দেখা দিচ্ছে, তাতে চিন্তা বাড়ছে প্রশাসনের। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, অনেক ভেবে চিন্তে হিসেব কষেই হুগলি জেলায় হুগলি নদীর ধার বরাবর শিল্পস্থাপনের কাজ শুরু করেছিল ইংরেজরা। হুগলি নদীর ধারে বেশি কলকারখানা রয়েছে। তারই সুবাদে এখানে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে গঙ্গা ক্রমশ এগিয়ে আসছে পাড়ের দিকে। ভাঙছে নদীর পাড়। গঙ্গায় তলিয়ে যাচ্ছে বাঁধানো ঘাট। এটাকে বিপদ সঙ্কেত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এত বছর বাদে হঠাৎ কেন এমনটা ঘটছে? এর পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে বলে মনে করছেন সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো, পরিবেশবিধি লঙ্ঘন করে গঙ্গা থেকে ইচ্ছামতো পলি ও বালি উত্তোলন। অবৈজ্ঞানিকভাবে পলি ও বালি তোলার ফলে গঙ্গার গতিপথ বদলে যাচ্ছে। যেদিকে বালি তোলা হচ্ছে, সেদিকে নদীর গভীরতা বেড়ে যাওয়ায় জোয়ারের সময় উল্টোদিকের পাড়ে আছড়ে পড়ছে গঙ্গার স্রোত। ব্যারাকপুরের দিকে যন্ত্র বসিয়ে গঙ্গা থেকে মাটি ও বালি তোলার কারণে, নদীর একাংশে তৈরি হচ্ছে ছোট, বড় গর্ত বা খাদ। ফলে হাওড়া ও হুগলি শিল্পাঞ্চলের দিকে গঙ্গার পাড়ে ভাঙনের তীব্রতা বাড়ছে। গুপ্তিপাড়া, বলাগড়ের মতোই চন্দননগর, চাঁপদানি, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর এলাকায় গঙ্গার ভাঙন এখন তীব্র আকার নিয়েছে। হাওড়া জেলার বালি, বেলুড় এলাকাতেও গঙ্গার পাড় ভাঙছে। গত কয়েক বছর ধরে শ্রীরামপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নেহেরুনগর কলোনির ছিন্নমস্তা ঘাটের পাশে গঙ্গায় বিশাল চড়া পড়েছে। সেখানে গজিয়ে উঠেছে বেনোঘাস ও আগাছার জঙ্গল। ছিন্নমস্তা ঘাট থেকে প্রায় ১০০ মিটার গঙ্গার পাড়ে ধস নেমে রাস্তা বসে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। গঙ্গার পাড় থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে জনবসতি। গঙ্গার ভাঙনে বাসিন্দাদের ঘুম উড়তেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। স্থানীয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সেচ দপ্তরের অর্থানুকূল্যে সেখানে গঙ্গার পাড় মেরামতির কাজ শুরু করেছে শ্রীরামপুর পুরসভা। বালির বস্তা ও বোল্ডার দিয়ে গঙ্গার পাড়কে আরও মজবুত করা হচ্ছে। শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ বলেন, 'আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক বার চিঠি দিয়ে গঙ্গা সংস্কারের আর্জি জানিয়েছি। পলি মাটি না কাটালে গঙ্গা তার নিজস্ব ছন্দে ফিরবে না। তার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সেই খরচ বহন করার ক্ষমতা পুরসভার নেই।' পুর সভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সঙ্গে সন্তোষকুমার সিংহ বলেন, 'আমরা নিজেরা একাধিক বার দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের দেখা করে এসেছি। সাংসদ নিজে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীরামপুরের গঙ্গাভাঙন রোধে সিকি পয়সাও খরচ করেনি কেন্দ্র।' স্থানীয় কাউন্সিলার অসীম পণ্ডিত বলেন, 'শ্রীরামপুর কলেজের ঘাট থেকে শুরু করে শ্মশানকালী ঘাট হয়ে, নেহরুনগর কলোনি ছুঁয়ে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ঘাট হয়ে জগন্নাথ ঘাট পর্যন্ত পশ্চিম তীরে গঙ্গা প্রায় ৫০ ফুট এগিয়ে এসেছে। পলির স্তর এমন ভাবে জমে আছে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে মাঠ। যে ভাবে গঙ্গা এগিয়ে আসছে, তাতে বিপদ বাড়ছে।' হুগলির বলাগড়, গুপ্তিপাড়াতেও ভাঙনের দাপট অব্যাহত। জিরাট পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক পোদ্দার বলেন, 'ভাঙনের দাপটে চরখয়রামারি গ্রামের একটা আস্ত স্কুল তলিয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গঙ্গা সংস্কারে নিয়ে কোনও কাজই করেনি।'

হুগলি জেলাশাসক দপ্তরে ভিড় বাতিল ভোটারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার নামের পাশে যাঁদের 'ডিলিটেড' লেখা, তাঁরা লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে বঙ্গবাসী। সেই লাইন এখনও চলছে! শেষ হয়েও আর শেষ হচ্ছে না এসআইআরের কাজ। দোল-হোলির ছুটি কাটিয়ে, খুলেছে প্রশাসনিক দপ্তরগুলি। এ দিন জেলাশাসক দপ্তরে দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়। এসআইআরের পরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরাই লাইন দিয়েছেন।

সকলের মুখেই উদ্বেগের ছাপ। প্রশ্ন, ভোটার কার্ডটা থাকবে তো? বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন তো? তাঁদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন যা যা তথ্য চেয়েছিল, সব দেওয়ার পরেও নাম কী করে বাদ গেল, সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না। আপাতত ফর্ম-৬ তুলছেন তাঁরা। জেলাশাসক দপ্তরে এসেও তথ্য জমা করছেন বাদ যাওয়া ভোটাররা। বলাগড়ের খামারগাছি থেকে এসেছেন মহিলা। তিনি অন্তঃসত্ত্বা। জানান, এই অবস্থাতেও ছুটে বেড়াচ্ছেন ভোটার কার্ডে নাম তুলতে। সকাল ১০টা থেকে লাইন দিয়েছেন। দীর্ঘ সময় অপেক্ষায়। একজন মহিলার স্বামী শ্বশুর বাড়ি, বাপের বাড়ির সকলের নাম আছে, একমাত্র তাঁর নামই বাদ। বলাগড়েরই সিনিয়ার সিটিজেন ৬৩ বছরের প্রৌঢ় জানান, দু'বার শুনানিতে ডেকেছিল তাঁকে। ১৮ বছর বয়স থেকে ভোট দিচ্ছেন। এই বয়সে এসে নাম বাদ। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৪৮ জনের নাম রয়েছে তালিকায়। ৬০ লক্ষেরও বেশি নাম এখনও বিবেচনাধীন। অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টারি তালিকার উপরে ভরসা করতে হবে তাঁদের। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে বাদ পড়ল মোট ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম। এর মধ্যে খসড়ায় বাদ পড়ে ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ জনের নাম। ফর্ম-৭ থেকে বাদ ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জন।

রাজ্যসভায় রাহুল সিনহার জয়ের কামনায় পুজো বিজেপি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাজ্যসভার সদস্য পদের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। তাঁর জয়লাভের কামনায় দুর্গাপুরে বিশেষ পুজো ও যজ্ঞের আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার দুপুরে দুর্গাপুরের পিয়ালা কালী মন্দিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা যজ্ঞ ও পুজোর আয়োজন করেন। সেখানে উপস্থিত থেকে দলের নেতা-কর্মীরা রাহুল সিনহার জয়লাভের প্রার্থনা করেন। বিজেপি নেতা কল্যাণ দুবে বলেন, 'রাহুল সিনহা একজন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা। তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব সামলেছেন। রাজ্যসভার সদস্য পদের জন্য তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। আমরা আশাবাদী, তিনি জয়লাভ করলে মানুষের পাশে থেকে কাজ হবে।'

বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের মানবিক মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মানসিক ভারসাম্যহীন অন্তঃসত্ত্বাকে নিজেদের উদ্যোগে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করে প্রসব করিয়ে মানবিকতার নজির গড়লো বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ডাক্তার জীবন রতনধর হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে গত ৭ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনার মুড়িঘাটা এলাকায় থেকে ভবঘুরে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা। পরিবারের সন্ধান না পেয়ে হাসপাতালের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় হাসপাতালে রেখেই মহিলার চিকিৎসা করা হবে। সেইমতো নির্দিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে মহিলার চিকিৎসা হয়। ৩ মার্চ বনগাঁ হাসপাতালে মহিলা সন্তান প্রসব করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে শিশু ও মা ভালো আছেন। তবে মায়ের মানসিক সমস্যা এখনও স্বাভাবিক না হওয়ায় হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে শিশু এবং মায়ের স্বাভাবিক জীবনের জন্য সি ডাব্লিউ সি সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সেখানে যাতে বাচ্চাটি স্বাভাবিকভাবে থাকতে পারেন এবং মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য বনগাঁ হাসপাতালের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার বনগাঁ থানার পক্ষ থেকে বনগাঁ হাসপাতালে গিয়ে মা ও সন্তানের জন্য সামগ্রি তুলে দেওয়া হয়।

শিশু এবং মহিলা পাচার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি স্বয়ংসিদ্ধায়

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: এদিন পূর্ব বর্ধমানের উদয়পল্লি শিক্ষানিকেতনে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বর্তমান পরিস্থিতিতে সতর্ক করার জন্য এবং সচেতন করার জন্য জেলা পুলিশের মহিলা থানার পক্ষ থেকে বর্ধমান সহযোদ্ধার সহযোগিতায় স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকারাও

উপস্থিত ছিলেন। এদিনের কর্মসূচিতে বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ অফিসার মধুমিতা কুন্ডু এবং আলপনা মুখার্জি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে পক্স আইন সম্পর্কে, নাবালিকা বিবাহ সম্পর্কে কি আইন আছে এবং পরিণতি কি হতে পারে, গুড টাচ ব্যাড টাচ, মানব পাচার সম্পর্কে সচেতন করেন। এই বিষয়ে সাব ইন্সপেক্টর মধুমিতা কুন্ডু জানান, কোনদিন যদি সমস্যায় তারা পড়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবশ্যই যেন জানায় অথবা অবশ্যই যেন জেলা পুলিশের ১০০ নম্বর ডায়াল করে। পুলিশ অফিসার আলপনা মুখার্জী জানান, কিভাবে একটি নাবালিকা বিবাহ দিতে গিয়ে পরিবারের লোক গ্রেপ্তার হয় এমনকি যারা ওই বিবাহে উপস্থিত থাকেন তারাও ওই আইনের আওতায় পড়ে। টিআইসি উদয়পল্লি শিক্ষানিকেতনের রবি কিরণ মুখার্জি তিনি জানান, তাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশিরভাগই পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে আসলেও ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে তারা এগিয়ে যেতে চায়। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বর্ধমান সহযোদ্ধার সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা।

মার্চের শুরুতেই গরমের দাপট, রাজস্থানে ৩৫, মধ্যপ্রদেশে ৩৯ পার

জয়পুর ও ভোপাল, ৬ মার্চ: মার্চের শুরুতেই রাজস্থানে গরমের তীব্রতা বাড়তে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৫টিরও বেশি শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে রেকর্ড করা হয়েছে। ভিলওয়ারা, আলওয়ার, পিলানি এবং কোটা-সহ একাধিক শহরে তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। অন্যদিকে, মার্চের শুরুতেই তীব্র গরমে পুড়ছে মধ্যপ্রদেশ। রাজ্যের একাধিক শহরে তাপমাত্রা ইতিমধ্যে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে। শুক্রবার আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী , আগামী চার দিনের মধ্যে পারদ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে।

জয়পুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দু' সপ্তাহে রাজ্যে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে। এর ফলে গরমের প্রকোপ যেমন বাড়বে, তেমনই কিছু এলাকায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যে আকাশ পরিষ্কার থাকবে এবং চড়া রোদ উঠবে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বিগত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায় আকাশ পরিষ্কার ছিল। উদয়পুর, শ্রীগঙ্গানগর, পিলানি, ফলোদি, কোটা, যোধপুর, জয়সলমের, চুরু, চিতোরগড়, বিকানের ও বারমেরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে রেকর্ড করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিকানের, হনুমানগড়, জয়পুর, জালোর, যোধপুর ও ফলোদি ছাড়া রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় রাতের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে ছিল। আলওয়ার, বরান, ভিলওয়ারা, কারাউলি এবং সিরোহিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও নিচে নেমে গিয়েছে।

শুক্রবার আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী এক সপ্তাহে তাপমাত্রা আরও প্রায় ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকবে এবং পশ্চিম রাজস্থানের জেলাগুলিতে দিনের বেলায় হালকা গরম হাওয়া বইতে পারে। আরব সাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত-এর প্রভাবে আগামী ৮ থেকে ১০ মার্চের মধ্যে রাজ্যের কিছু অংশে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছনোর সম্ভাবনাও রয়েছে।

বৃহস্পতিবার নর্মদাপুরমে এই মরশুমে প্রথমবার তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রির ওপরে উঠে যায়। সাধারণত মার্চের দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্যে তাপপ্রবাহ শুরু হলেও এ বছর মাসের শুরুতেই তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। বিগত দশ বছরের তুলনায় এবারে অনেক আগেই গরমের প্রকোপ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বর্তমানে গোয়ালিয়র, চম্বল ও সাগর বিভাগের শহরগুলিতে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ছে। সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি রেকর্ড করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ইন্দোর, গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী ও জব্বলপুরে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রির উপরে ওঠে। ভোপালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। নর্মদাপুরমে রাজ্যের সবচেয়ে উষ্ণ শহর হিসেবে ৩৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, আগামী চার দিনের মধ্যে রাজ্যের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আরও প্রায় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। ফলে মার্চের প্রথম পক্ষকালে অনেক জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছুঁয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি এ বছর এপ্রিল ও মে মাসে ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত তাপপ্রবাহের আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে।

খামেনেইকে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভের আশঙ্কা, কাশ্মীর উপত্যকায় সতর্ক প্রশাসন

শ্রীনগর, ৬ মার্চ: ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে হত্যার প্রতিবাদে সম্ভাব্য বিক্ষোভের আশঙ্কায় শুক্রবার কাশ্মীর উপত্যকায় সাধারণ মানুষের গতিবিধিতে আরও কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় খামেনেইয়ের হত্যার প্রতিবাদে টানা ষষ্ঠ দিন উপত্যকার জনজীবন অস্থির হয়ে রয়েছে। সোমবার থেকেই বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ জারি করা হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং পরে সকলকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান।

বৈঠকের পর বিক্ষোভ কিছুটা কমলেও বিভিন্ন স্থানে এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। সরকার শনিবার পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে এবং মোবাইল ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, সম্ভাব্য বিক্ষোভ রুখতে শ্রীনগর-সহ উপত্যকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশ ও সিআরপিএফের বিপুল বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও প্রবেশপথে কাঁটাতার ও ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। রবিবার রাতে শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থল লালচকের চারপাশে ব্যারিকেড বসিয়ে এলাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। খামেনেইয়ের হত্যার প্রতিবাদে সেখানে ব্যাপক বিক্ষোভের পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হওয়ার পর কাশ্মীরে এত বড় আকারের বিক্ষোভ এই প্রথম বলে জানা গিয়েছে।

১৩ বছরের কম বয়সিদের সমাজমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার ভাবনা অন্ধ্রে

অমরাবতী, ৬ মার্চ: অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ১৩ বছরের কম বয়সিদের সমাজমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা করছে। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, আগামী ৯০ দিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। শুক্রবার অন্ধ্র বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিশুদের উপর সমাজমাধ্যমের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব থেকে তাদের সুরক্ষিত রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী নারা লোকেশের প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিষয়টি বর্তমানে বিবেচনায় রয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী নাইডু বলেন, 'আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি যাতে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে ১৩ বছরের কম বয়সি শিশুরা সমাজমাধ্যম ব্যবহার করতে না পারে।' তবে সেটি ১৩ নাকি ১৬ বছর করা হবে, তা নিয়ে সরকার আলোচনা করছে। বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সরকারের মতে, অল্প বয়সে মোবাইল ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, আচরণ এবং শিক্ষাজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শিশুদের সামগ্রিক সুস্থতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, এদিনই প্রতিবেশী কর্ণাটক সরকারও ১৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য সমাজমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী নারা লোকেশ সামাজিক মাধ্যম 'এক্সে' প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ আগে থেকেই তরুণ প্রজন্মকে সমাজমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য অনুরূপ পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছিল। কখনও কখনও ভালো বিষয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের (অন্ধ্রপ্রদেশ) সাফল্য কামনা করছি।

বিয়েবাড়ির বাস উলটে মৃত্যু চালকের, আহত ২০-র বেশি

আজমের, ৬ মার্চ: রাজস্থানের আজমেরে শুক্রবার ভোরে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বিয়েবাড়িতে যাওয়া একটি স্লিপার বাস উলটে গিয়ে বাসচালকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় পাত্রীর পরিবারের ২০ জনের বেশি আত্মীয় আহত হয়েছেন। সকলকে চিকিৎসার জন্য জওহরলাল নেহরু (জেএলএন) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি আহমেদাবাদ থেকে সিকার যাচ্ছিল। শুক্রবার ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ আদর্শ নগর থানার সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এবং পরে উলটে যায়। দুর্ঘটনার সময় অধিকাংশ যাত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ জোর ধাক্কায় ঘুম ভেঙে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়। দুর্ঘটনার পর বাসের ভিতরে কয়েকজন যাত্রী আটকে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে তাঁদের বাসের বাইরে বের করে আনেন। আহতদের মাথা ও মুখে গুরুতর চোট লেগেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

১৬ বছরের কম বয়সিদের সমাজমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনছে কর্নাটক

বেঙ্গালুরু, ৬ মার্চ: শিশুদের মানসিক ও শিক্ষাগত বিকাশের কথা মাথায় রেখে কর্নাটক সরকার বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া শুক্রবার ২০২৬,২৭ অর্থবর্ষের বাজেট ভাষণে ঘোষণা করেছেন, ১৬ বছরের কম বয়সিদের সমাজমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত কয়েক বছরে মোবাইল ফোন ও সমাজমাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, পড়াশোনা এবং আচরণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং শিশুদের ডিজিটাল আসক্তি থেকে দূরে রাখতে সরকার এই পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, খুব শিগগিরই এমন নীতি তৈরি করা হবে যার মাধ্যমে ১৬ বছরের কম বয়সিদের সমাজমাধ্যম ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যাবে। এর পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মাদক ব্যবহারের বাড়বাড়ন্ত নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার জানিয়েছে, বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী সচেতনতা অভিযান চালানো হবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা নেশা থেকে দূরে থাকতে পারে এবং প্রয়োজনে পরামর্শ ও সহায়তা পায়। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে ভারতের কোনও রাজ্যেই সমাজমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়সের বাধা নেই। তবে কর্নাটকের পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশও একই পথে হাঁটতে পারে। সেখানকার সরকার এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চালাচ্ছে। কমবয়সিদের জন্য সেখানেও সমাজমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হতে পারে। কর্নাটক প্রথম তা সরকারি ভাবে ঘোষণা করে দিল।

রুশ তেল কেনা নিয়ে মার্কিন মন্তব্যে সার্বভৌমত্বে আঘাতের অভিযোগ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ: রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বসচিব স্কট বেসান্ত-এর মন্তব্যকে ঘিরে কেন্দ্রের কড়া সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। তাঁদের দাবি, এ ধরনের মন্তব্য ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতি অসম্মানজনক।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সামাজিক মাধ্যম 'এক্সে' এক পোস্টে বলেন, ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্ব বর্তমানে চাপে পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ক্ষেত্রে 'অনুমতি দেওয়া'র ভাষা ব্যবহার করেছে, যা সাধারণত নিষেধাজ্ঞার মুখে থাকা দেশগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ভারতের বৈদেশিক নীতি দেশের জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা থেকে নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং তা সত্য ও অহিংসার নীতির উপর ভিত্তি করে হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে.সি. বেনুগোপাল বলেন, তেল কেনার জন্য অন্য দেশের অনুমতির প্রসঙ্গ ওঠা ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদার জন্য অসম্মানজনক। তাঁর মতে, জাতীয় স্বার্থে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখা উচিত।

অনিল আম্বানির সংস্থায় হানা ইডির

মুম্বই, ৬ মার্চ: অনিল আম্বানির সংস্থার একাধিক দফতরে হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার সকালে ১০ থেকে ১২টি জায়গায় একযোগে অভিযান চালানো হয়। মুম্বই এবং হায়দরাবাদে অভিযান চালানো হচ্ছে। ইডি আধিকারিকদের ১৫টি দল এ দিন সকাল থেকে অভিযান শুরু করে। ইডি সূত্রের দাবি, রিলায়্যান্স পাওয়ারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেই এই অভিযান। অভিযানের এই স্থানগুলির মধ্যে সংস্থার একাধিক দফতর ছাড়াও রয়েছে, এই সংস্থার কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত বাসস্থান। অভিযানের সময় তদন্তকারী সংস্থা বিভিন্ন নথি, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপকরণ বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা যাচ্ছে।

এআইচালিত রোবট দিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ: স্বচ্ছ ভারত মিশন, আরবান ২.০ প্রকল্পের আওতায় কেরলের তিরুঅনন্তপুরমে নর্দমা পরিষ্কারে ব্যবহার করা হচ্ছে এআইচালিত 'জি-স্পাইডার' রোবট। এই রোবট মানুষের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিপজ্জনক ও দুর্গম এলাকায় নিরাপদে আবর্জনা অপসারণ করতে সক্ষম।

কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, তিরুঅনন্তপুরম রেলস্টেশনের কাছে অবস্থিত আম্মাইঝাঞ্চন খালের একটি অংশ দীর্ঘদিন ধরেই পরিষ্কারের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কম উচ্চতা, অবিরাম জলপ্রবাহ এবং নিরাপদ প্রবেশপথের অভাবে প্রচলিত পদ্ধতিতে সেখানে পরিষ্কার করার কাজ দুষ্কর ছিল। এই সমস্যা সমাধানে মন্ত্রী এমবি রাজেশ 'জি-স্পাইডার' রোবটটির উদ্বোধন করেন।

এই উদ্যোগটি তিরুঅনন্তপুরম পুরনিগম ও টেকনোপার্ক ভিত্তিক জেনরোবোটিক ইনোভেশনের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হয়েছে। আধিকারিকদের মতে, এই প্রযুক্তির ফলে সাফাইকর্মীদের আর বিপজ্জনক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নেমে কাজ করতে হবে না। এআই-ভিত্তিক ভিশন ও সেন্সর প্রযুক্তিসম্পন্ন রোবটটি খালে জমে থাকা বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা শনাক্ত করে তা নিরাপদে অপসারণ করতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Tender Notice
Batikar Gram Panchayet.
Batikar, Birbhum
e-NIT No.-07/BatGP/2025-26 Dated-05/03/2026
*All details of Schemes,Schedule dates and terms & Condition can be obtained from www.wbtenders.gov.in and Batikar Gram panchayet Office.
Sd/- Pradhan
Batikar Gram Panchayat

Office of the NEALLISHPARA GOALJAN GP
Vill+P.O-Tikiapara, Block– Berhampore, Dist–Murshidabad
e-tender is hereby invited by the Prodhan, Neallishpara Goaljan Gram Panchayat, Berhampore Murshidabad West Bengal for 01 no works. NIeT- **12/NGGP/2025-26**.
Last date of submission- **12/03/2026 At 16.00 PM.** for details visit - **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Neallishpara Goaljan G.P

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
SFDCL invites e-tender from eligible bidder regarding Supply of IMC fingerlings in different Fisheries Projects of North and South 24 Pgs. NIT Details: **SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/57(e) to 60(e).** Bid submission **start date 07.03.2026**, Bid submission **end date14.03.2026**. For details visit **wbtenders.gov.in.**

Abridged form of e-NIT-10/SARNG/2025-26,
Circulations memo **no-115(3)/ Sar/ 2026, dated-06.03.2026**. Applications are hereby invited from intending bidders for 4 (Four) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **13.03.2026 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan, Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

SHORT TENDER NOTICE
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- Name of the Work: Shifting and laying of 150mm dia and 100m dia D.I. water line due to construction of underground drain from WBSEB transformer to shib Mandir at Milanpally in ward No. 13 under Rajpur Sonarpur Municipality. **NIT No. WBMAD/ULB/RSM/WS/2141/25-26 Dated 06/03/2026. Estimated Amount: ₹ 2,83,870.00/-. Submission started date:** 07.03.2026 at 17-30 hrs. **Submission End date:** 14.03.2026 at 17-30 hrs. **Technical Bid opening date:** 16.03.2026 at 17-30 hrs. For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in**.
Sd/- Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
e-Quotation are invited by the Chairperson, Nabadwip Municipality, Nabadwip, Nadia. **Tender title-158eq/PWD/NM/2025-26, 159eq/PWD/NM/2025-26. Tender ID:-2026_MAD_5013367_1, 2026_MAD_5013370_1.** Bid Submission Start Date:- **07-Mar-2026 10:00 AM.** Bid Submission End Date: **13-Mar-2026 05:00 PM.** Bid Opening Date:- **16-Mar-2026 09:00 AM. N.B.:-** Any other information may be had on enquiry from the Office of Chairperson Nabadwip Municipality in any working day of Govt. website **https://tenders.wb.gov.in/**, this advertisement is also given **http:// nabadwipmunicipality.org**
SD/- Chairman,
Nabadwip Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1. Cleaning and removing conservancy garbage
Tender reference:
WBMAD/NIeT/327/BM/2025-26/PWD 2nd Call
Date: 16.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_1018994_1
1. Bid Submission Start date- **06.03.2026.** 2. Prebid meeting date- **10.03.2026.** 3. End date- **20.03.2026** 4. Bid opening date- **23.03.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
1. Painting and colour
Tender reference:
353/B.M./2025-26/APAS
Dt.06-03-2026.
1. Last date and time receiving application- **10.03.2026 at 14.00.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents- **12.03.2026 at 14.00.** 3. Date & time and place for dropping of tender documents- **14.03.2026 at 13.00.** 4. Date & time and place for Opening of tender document- **14.03.2026 at 14.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of Drain
Tender reference:
WBMAD/NIeT/331/BM/2025-26/APAS/ 2nd Call(A&B)
Date: 16.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5013391_1 & 2
1. Bid Submission Start date- **06.03.2026.** 2. Prebid meeting date- **10.03.2026.** 3. End date- **14.03.2026** 4. Bid opening date- **16.03.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-83/2025-26 Dated 13.02.2026
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 07.03.2026 in place of 06.03.2026 for **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1006077_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

TENDER NOTICE
E Tender is invited through on-line Bid System vide **NIeT No.10/DGP/2025 26 With Vide Memo No.- 623/DGP/ 15th CFC/2025-26, Dated:-06-03-2026,**
The Last date for online submission of tender is **13/03/2026 upto 05.00 P.M.**
For details, please visit website:- **htpps://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Dadpur Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সংশোধনী-১
টেন্ডার নোটিশ নং এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক/১০-২০২৬, ০৫.০৩.২০২৬ তারিখে বিকেল ১৪:৪৫ টায় IREPS ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল । **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনে এসএসই/সিগ/কেকেভিএস/আইসি-র অধীনে কেএসসিএস এবং কেএমইউকে ইয়ার্ড সহ ব্লু লাইনের কেকেভিএস থেকে কেসিডব্লুসি পর্যন্ত শাখায় সিগন্যালসমূহ, পয়েন্ট মেশিনসমূহ, কেবেল এবং লোকেশন বক্স প্রভৃতি বিভিন্ন সিগন্যালিং যন্ত্রপাতির পুনর্বাসন এবং পুনর্স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ । আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে নিম্নরূপ: **ক্ষেত্রের নাম: টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়, বিদ্যমান মূল্য:** ০৫.০৩.২০২৬ তারিখে বিকেল ৩ টে। **পরিবর্তিত মূল্য:** ১৭.০৩.২০২৬ তারিখে বিকেল ৩ টে । অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
Follow us at: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2141/25-26 Dated 06.03.2026	Construction of Surface Drain at R.N. Bhattacharya Road at Ward No- 20 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,86,496.00

Bid Submission end date: **16.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নেতাজী (কেএনটিজে) থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (কেএসকেডি) পর্যন্ত ব্লু লাইনের পাঁচটি স্টেশনে দুটি গার্ডারের সংযোগস্থল থেকে জল প্রবেশ রোধ করতে গার্ডারের নীচে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট স্ট্রাকচার সহ করুগেটেড জি.এস. শীটের ব্যবস্থা ও ফিক্সিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,২২,২৪,৮৮৩.৮৬ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ২,১১,১০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯ মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৫৫-২০২৬ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
CORRIGENDUM NOTICE
Tender ID : 2026_MAD_1012293_1
Tender Reference Number : WBDMC/COMM/PW/NIT-315/25-26
The Bid Submission Closing Date is extended up to 3.00 PM on 10.03.2026 and Bid opening Date will be 12/03/2026 after 3.00 PM for the above mentioned tenders. The other terms and conditions will remain unchanged.
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied Contractors for execution the different works. e-Tender details are given bellow :
E-NIT No.118/MOG-I/26, ID - 2026_ZPHD_1018475_1,
E-NIT No.119/MOG-I/26, ID - 2026_ZPHD_1018482_1.
Last date of Bid Submission : **16/03/2026 at 12:00 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2139/25-26 Dated 06.03.2026	Construction of Concrete Road & 150 mm Dia Sal Ballah piles work from Ajijul Mondal to Idris Laskar at Majerpare in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.7,06,984.00
WBMAD/ULB/RSM/2140/25-26 Dated 06.03.2026	Construction of Surface Drain at Shikdar para Road and Upen Mitra road at Ward No- 17 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.6,03,746.00

Bid Submission end date: 16.03.2026 at 11-00 hrs. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail ID- kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (CFCG Fund) থেকে দরপত্র আহ্বান করছে।
1) E-NIT-23, 2025-26,Date- 26/03/2026,
2) E-NIT-24, 2025-26, Date- 26/03/2026.
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2122/25-26 Dated 24.02.2026	Construction of Concrete Road with Drain from H/O Sujan Chowrasia to H/O Koushik Kar at Srikhanda Cal tala in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,77,251.00
WBMAD/ULB/RSM/2127/25-26 Dated 24.02.2026	Construction Of Covered Drain & Concrete Road At A) Doctorbagan Icds School Lane B) Uttarpara Pump House Opposite Lane In Ward No-02 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.5,04,023.00
WBMAD/ULB/RSM/2128/25-26 Dated 24.02.2026	Construction of Concrete Road with Surface Drain Beside Aikatan Society at Nabagram Srikhanda in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.5,68,788.00

Bid Submission end date is being extended from **05.03.2026 at 11-00 hrs** to **11.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	NAME OF WORK	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	Strengthening of B-Block Road with Mastic Asphalt at ward no.-2 under Birnagar Municipality (Debabrata Roy to Pragati Sangha). [ID-2026_MAD_1018101_1]	WBMAD/BM/NIT34e/2025-26Memo. No.: 110/ PWD Dated: 05.03.2026	06-Mar-2026 10:00 AM	24-Mar-2026 02:55 PM
2.	Strengthening of Bramhachari Lane at ward no.-5 under Birnagar Municipality (Debabrata Mitra to Ulashankar Mondir, Binoy Halder to Adhir durlabh). (ID-2026_MAD_1018461_1)	WBMAD/BM/NIT35e/2025-26 Memo. No.: 111/PWD Dated: 05.03.2026	06-Mar-2026 10:00 AM	24-Mar-2026 02:55 PM
3.	Strengthening of B-Block Lane at ward no.-2 , Repairing of Existing CC Road at ward No.-02 , Ward No.- 03, Ward No.-04, Ward No.-06, Ward No.-09, Ward No.-14, [ID-2026_MAD_1018462_1 TO 7]	WBMAD/BM/36e/2025-26 Memo. No.: 112/PWD Dated: 05.03.2026	06-Mar-2026 12:00 PM	14-Mar-2026 02:55 PM]
4.	Repairing of Existing CC Road at ward No.-05, Ward No.-08, Ward No.-13,	WBMAD/BM/37e/2025-26 Memo. No.: 113/PW Dated: 05.03.2026	06-Mar-2026 12:00 PM	14-Mar-2026 02:55 PM

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org**
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়

ভারতের প্রথম মহিলার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার শতবর্ষ

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় ১৯০৩ সালের ৩ এপ্রিল পরাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আন্নানথায়া ধারেশ্বর ছিলেন তাঁর পিতা। গিরিজাবা ছিলেন তাঁর মাতার নাম। কমলা দেবী ছিলেন পিতা-মাতার চতুর্থ ও কনিষ্ঠ কন্যা। সাহস ও মেধার ছোট থেকেই তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা-মাতা মহাদেবগোবিন্দরানাডে ,গোপালকৃষ্ণ গোখেল, অ্যানি বেসান্তের মতো বুদ্ধিজীবীদের সাথে বন্ধুত্ব ছিল। ফলে কমলাদেবীকে ছোট থেকেই স্বদেশী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য উৎসাহী করে তুলেছিল।

১৯১৭ সালের মাত্র ১৪ বছর বয়সে কমলাদেবীর বিবাহ হয়। বিয়ের দু'বছর পরে তিনি বিধবা হন। তারপরে চেন্নাইয়ে রানি মেরি কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন। সেখানে সরোজিনী নাইডুর ছোটবোন সুহাসিনী চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কমলা দেবীর পরিচয় হয়। সুহাসিনী দেবী ছিলেন কমলা দেবীর সহপাঠীনি।

পরবর্তীকালে তাঁর ভাই হারিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কমলাদেবীর বিবাহ হয়। হারিন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি একদিকে ছিলেনকবি ও নাট্যকার অন্যদিকে ছিলেন দক্ষ অভিনেতা। হারিন্দ্রনাথের সাথে যখন কমলা দেবীর বিবাহ হয় তখন কমলা দেবীর বয়স ছিল কুড়ি বছর। পরের বছর তাদের একমাত্র পুত্র রাম চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। এরপর হারিন্দ্রনাথ লন্ডন গমন করলে কমলাদেবীও তাঁর সাথে যান। লন্ডনে থাকাকালীন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বেডফোর্ড কলেজে তিনি ভর্তি হন এবং সমাজবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন।

লন্ডনে থাকাকালীনই তিনি ভারতে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কংগ্রেস সেবা দলে যোগদানের জন্য তিনি ভারতে চলে আসেন। তিনি সেবা দলের মহিলা শাখার দায়িত্বে ছিলেন এবং সেবিকাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও তাদের সংঘটিত করতেন। লবণ সত্যাগ্রহের সময় তিনি বোম্বে সমুদ্র সৈকতে লবণ তৈরির জন্য মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক গঠিত সাত সদস্যের নেতৃত্বাধীন দলের সদস্য ছিলেন। সাতজনের মধ্যে দুজন ছিলেন মহিলা তারমধ্যে একজন ছিলেন কমলা দেবী। আরেকজন হলেন অবন্তিকা রায় গোখলে। লবণ তৈরী করার পর নিকটবর্তী হাইকোর্টে গিয়ে বিচারককে তিনি এই 'স্বাধীন লবণ' কিনতে অনুরোধ করেন এবং এই স্বাধীন লবণ বিক্রির জন্য বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে প্রবেশ করতে গেলে, তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং এক বছর কারাদণ্ড হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী গ্রেপ্তার হওয়া তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী। জেলে থাকাকালীন কমলা দেবীকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বিনিময়ে একটি মুচলেখা তাঁকে দিতে বলা হয়েছিল যে ভবিষ্যতে তিনি ভালো আচরণ করবেন। কমলাদেবী বিষয়টি প্রত্যাখাত করেন। তিনি বলেন তিনি কোন অন্যায় করেননি। দেশের যে কোন জায়গায় যাওয়া দেশের মানুষ বিশেষত মেয়েদের সংঘটিত করা, এ তো তাঁর অধিকার তাকে কেন মন্দ কাজ বলে স্বীকার করতে হবে। দেশের মানুষের স্বাধীনতা না থাকলে দেশের স্বাধীনতা নিরর্থক। যদিও কমলা দেবীর সাথে কারাগারে একজন পুরুষ নেতা বন্দি ছিলেন তিনি ওই মুচলেখায় সই করে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু কমলা দেবী সেটি করেননি।১৯৩৬ সালে তিনি কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সভাপতি হন। তিনি অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার প্রথম তিনি সাংগঠনিক সচিব হন। পরবর্তীকালে এআইডব্লিউসি এর শাখা এবং স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচি সহ সম্মানিক জাতীয় সংগঠন তিনি গঠন করেন ।যার মাধ্যমে আইনি সংস্কারের জন্য কাজ করতে পারা যাবে বলা হয়। তিনি বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধি দলের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সেখানে তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। ফলস্বরূপ তাঁকে ওখানে নয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

আজ থেকে ১০০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৬ সালে প্রথম যে মহিলা ভারতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়। মেঙ্গালুর থেকে মাদ্রাজ প্রভিনশিয়াল কাউন্সিলের নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন কমলা দেবী। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'আমি কোন দল বা গোষ্ঠীর নই মেয়েদের প্রতিনিধি'। সেই সময় কমলা দেবীকে নির্বাচনে জেতানোর জন্য হারিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে কমলা দেবীর হয়ে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সামান্য ভোটের ব্যবধানে কমলা দেবী কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে হেরে যান। কিন্তু প্রথম মহিলা প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ার জন্য ভারত বর্ষ সহ নানান দেশে তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৭ সালে অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের প্রথম সচিব তিনি মনোনীত হন। অর্থাৎ নারী আন্দোলনে তিনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

কমলা দেবী সম্পর্কে মহাদেব ভাইয়ের ডায়েরিতে উল্লেখ আছে সেখানে মহাদেব ভাই উল্লেখ করেছেন ' ১৯৩১ সালে এই সংগ্রামে মহিলাদের অংশগ্রহণ সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছিল। এবং ফলস্বরূপ করাচি কংগ্রেসের কংগ্রেস মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ছিল বিশাল। শোনা গিয়েছিল যে পাহারায় থাকা মহিলারা জোর করে মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। কংগ্রেস মহাসমিতিতেও বেশ কয়েকজন মহিলাকে দেখা যেত এবং ভগৎ সিং এর ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশের সময় গান্ধীর বিরোধিতাকারী ছিলেন শ্রী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়।

মহিলাদের সমান অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবও এই মহিলাদের কারণেই এসেছে বলে বলা যেতে পারে'। 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী'নামক গ্রন্থে মনমোহন কৌর উল্লেখ করেছেন কমলা দেবী ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং পরের বছরই মিরাটে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর কমলা দেবীর আগ্রহ রাজনীতি থেকে সমবায় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তিনি ভারতীয় সমবায় ইউনিয়নকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।' রামচন্দ্র গুহের লেখা 'গান্ধীর পরে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে কমলা দেবী সম্পর্কে কিছু জানা যায়' পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা অভিবাসীদের বেশিরভাগই ছিল কৃষক তাদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য সরকার একেবারে নতুন টাউনশিপ তৈরি করেছিল। এখানে সক্রিয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ছিল ইন্ডিয়ান কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন যা ছিল কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি গঠিত একটি সংগঠন।

যিনি একজন সমাজতান্ত্রিক এবং নারীবাদী ছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত ছিলেন।' ১৯২৬ সালে তিনি আইরিশ ভারতীয় ভোটাধিকারী মার্গারেট কাজিন্সের সাথে দেখা করেছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলির মধ্যে হল ইন্ডিয়ান উইমেন্স ব্যাটেল ফর ফ্রিডম, ইন্ডিয়ান কার্পেট এন্ড ফ্লোর কভারেজ, ভারতীয় সূচি কর্ম, ভারতীয় লোক নৃত্যের ঐতিহ্য, the awakening of Indian women.

হারিন্দ্রনাথের সাথে কমলা দেবীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। স্বয়ং গান্ধীজি চেষ্টা করেছিলেন বিষয়টি রদ করার জন্য। কিন্তু পরে তিনি বলেন 'এই ডিভোর্স আবশ্যক'। হরেন্দ্রনাথের একাধিক মহিলার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তার পুত্রের পরিচারিকা সীতার সাথে একত্ররাত্রি বাস করেন হারিন্দ্রনাথ। ফলে যে ডিভোর্স হয় সেই ডিভোর্সটি হল প্রথম মহিলা হিসেবে কমলা দেবীর ডিভোর্স।

কমলা দেবী একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি পদ্মভূষণ, ১৯৮৭ সালে পদ্মবিভূষণ, ১৯৬৬ সালে কমিউনিটি লিডারশিপের জন্য রামন ম্যাগসেসে পুরস্কার অর্জন করেন।

কমলা দেবী ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী সমাজ সংস্কারক এবং স্বাধীন ভারতের ভারতীয় হস্তশিল্প তাঁত ও থিয়েটারের নবজাগরণের অগ্রদূত। স্বাধীনতার পর তিনি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় সমবায় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর প্রচেষ্টার ফলে ফরিদাবাদ এর কাছে একটি সমবায় আবাসন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আসা ৫০ হাজারেরও বেশি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করা হয়।

১৯৫০ এর দশকে তিনি হস্তশিল্প ,তাঁত ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের, বিশেষ করে মহিলা কারিগরদের নিয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তিনি ভারতের শিল্প ও কারুশিল্প সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য কারু শিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারত জুড়ে মাস্টার কারিগরদের জন্য জাতীয় পুরস্কার তিনি অর্জন করেন। কমলা দেবী কেন্দ্রীয় কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতীয় নাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাতীয় নাট্যবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় চেয়ারপার্সন হিসেবে কাজ করেন। কমলা দেবী এর পাশাপাশি কন্নড় চলচ্চিত্র মৃচ্ছকটিকা এবং হিন্দি সিনেমা তানসেন এ অভিনয় করেন।

১৯৪০ এর দশকে তিনি শংকর পার্বতী এবং ১৯৪৫ এ তিনি ধন্না ভগত ছবিতে অভিনয় করেন। পরিশেষে বলা যায় কমলা দেবী এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি ভারতীয় হস্তশিল্পকে পুনর্জীবিত করেছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, মহিলাদের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, নৃত্য ,নাটক, সূচি শিল্প ,থিয়েটার ,সঙ্গীত, পুতুল নাচের প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তিনি লালন করেছিলেন।

'ফাইনালটা হয়তো অভিষেকের জন্য তোলা'

নিজে নায়ক হয়েও সতীর্থের পাশে সঞ্জু !

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। সেমিফাইনালের পর দলের ভিতরের পরিবেশ, সতীর্থদের প্রতি আস্থা এবং নিজের ব্যাটিং নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন সঞ্জু স্যামসন। প্রতিযোগিতামূলক দলে থেকেও খেলোয়াড়দের মধ্যে যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সমর্থন রয়েছে, সেটাই যেন স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। বিশেষ করে ফর্মহীন অভিষেক শর্মার পাশে দাঁড়িয়ে সঞ্জুর মন্তব্য নজর কেড়েছে।

বিশ্বকাপ জুড়ে অভিষেকের ব্যাটে প্রত্যাশিত রান আসেনি। সেমিফাইনালেও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি তিনি। তবুও সতীর্থকে নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই বলেই জানিয়েছেন সঞ্জু। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, দলের ভিতরের পরিবেশ অত্যন্ত ইতিবাচক। সবাই আনন্দের সঙ্গে খেলছে এবং সাজঘরেও দারুণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দলের সিনিয়রদের ভরসাই তরুণদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে বলেও মনে করেন তিনি। সঞ্জুর মতে, অভিষেকের বড় ইনিংস কেবল সময়ের অপেক্ষা, এবং তাঁর বিশ্বাস ফাইনালেই হয়তো সেই ইনিংস দেখা যাবে।

নিজের ফর্ম নিয়েও খোলামেলা কথা বলেছেন সঞ্জু। বিশ্বকাপের আগে তিনি ছন্দে ছিলেন না। ব্যাটিংয়ে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তিনি জানান, নিউ জিল্যান্ড সিরিজে অযথা শক্তি প্রয়োগ করে বড় শট মারার চেষ্টা করছিলেন, যার ফলে ব্যাটিংয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। পরে তিনি বুঝতে পারেন যে শক্তির চেয়ে টাইমিংয়ের ওপর জোর দেওয়াই বেশি জরুরি। সেই পরিবর্তনের ফলেই এখন ব্যাটে বল ভালো লাগছে এবং আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে। তবে নিজের সাফল্যের মাঝেও সতীর্থদের অবদান ভুলে যাননি তিনি। সঞ্জুর কথায়, যখন তিনি ফর্ম খুঁজছিলেন, তখন অভিষেকই একাই দলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সেই অবদান দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা ভুলে গেলে চলবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে ম্যাচের আগে থেকেই স্পষ্ট ধারণা ছিল ভারতীয় ব্যাটারদের। সঞ্জুর মতে, এই পিচে বড় রান করা জরুরি ছিল। অভিষেকই প্রথম তাঁকে বলেছিলেন যে এখানে অন্তত ২৫০ রান প্রয়োজন হতে পারে। সেই ভাবনাকেই সামনে রেখে ব্যাটিং পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অভিষেক আউট হওয়ার পর সঞ্জু এবং ঈশান দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করেন। পরে তিলক ও হার্দিকও একইভাবে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন। কারণ সবাই জানতেন, এই মাঠে বড় লক্ষ্যও তাড়া করা সম্ভব।

ম্যাচে নিজের ইনিংস নিয়েও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন সঞ্জু। আগের ম্যাচ থেকেই তিনি ছন্দে ফিরেছিলেন এবং সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যেই ব্যাট করতে নেমেছিলেন। তাঁর মতে, ওয়াংখেড়ের মতো মাঠে বড় ম্যাচ জিততে হলে বড় স্কোর করতেই হয়। তাই শুরু থেকেই যত বেশি সম্ভব রান তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

তবে জয়ের আসল কৃতিত্ব তিনি দিয়েছেন বোলারদের। বিশেষ করে জসপ্রীত বুমরাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন সঞ্জু। তাঁর মতে, এই উইকেটে বোলিং করা অত্যন্ত কঠিন হলেও বুমরাহ অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। সঞ্জু মনে করেন, ম্যাচের সেরার পুরস্কার আসলে বুমরাহরই প্রাপ্য ছিল। কারণ ২৫০ রান করার পরেও ম্যাচ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু বুমরাহর চার ওভারই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

কৌশলগত সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়েছেন সঞ্জু। তিনি বলেন, দল দ্রুত ম্যাচ শেষ করতে চেয়েছিল বলেই বুমরাহ ও হার্দিকের ওভার আগেই ব্যবহার করা হয়। যদিও ম্যাচ শেষ পর্যন্ত শেষ ওভার পর্যন্ত গড়ায়, তবুও ততক্ষণে প্রতিপক্ষের রান তোলার গতি অনেকটাই কমে গিয়েছিল। শেষে সঞ্জু বলেন, দেশের হয়ে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা তাঁর বহু দিনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন এবার সত্যি হতে চলেছে। রবিবার মাঠে নামার অপেক্ষায় এখন গোটা দলই।

প্রকাশ্যে লোগো, বাংলা টিভিতে বড় ধামাকা !

'দাদাগিরি' থেকে 'বিগ বস'-এ সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্রিকেটের ময়দান হোক বা দর্শকে ভরা প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চে সঞ্চালনার দায়িত্ব, সবেতেই তিনি স্বতন্ত্র। ব্যাট হাতে যেমন ময়দানে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করতে তিনি তৎপর, তেমনই রিয়ালিটি শোয়ের মঞ্চে বলে বলে গুগলিও দেন অংশগ্রহণকারীদের। সঞ্চালকের ভূমিকায় সৌরভ ঠিক কতটা দক্ষ তা আলাদা করে বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না। এতকাল 'দাদাগিরি'র মঞ্চ মাতানোর পর এবার বাংলায় 'বিগ বস' হাউসে মহারাজ। এবার এই রিয়ালিটি শোয়ের সঞ্চালনা করবেন সৌরভ। শুক্রবার ইডেনে প্রকাশ্যে এল 'বিগ বস'-এর লোগো। লোগো সামনে আসার পর সৌরভ বলেন, 'ভারতের হয়ে খেলার সময় প্রতি ম্যাচে নামার আগে একটু চিন্তা হত। এবারও তেমনই হচ্ছে। তবে আশা করি সবাই একজোট হয়ে কাজ করলে, দর্শকদের জন্য নতুন উপহার দিতে পারব।'

দর্শকের বহু অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে পর্দায় আসছে জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো। আর তাতেই সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকবেন সৌরভ। সঞ্চালক হিসেবে তিনি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তা আলাদা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন পরে না। স্টার জলসার পর্দায় সম্প্রচারিত হবে জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো। শুক্রবার এই রিয়ালিটি শোয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হল ক্রিকেটের নন্দন কাননে। ইডেন গার্ডেন্সে। আগামী অগাস্ট মাস থেকে শুরু হবে শুটিং। চলবে ছয় মাস পর্যন্ত। যদিও কবে, কোন স্লটে বাংলা টেলিভিশনে 'বিগ বস'-এর সম্প্রচার হবে, কারা অংশগ্রহণ করবেন তা ঘিরেই জল্পনা চলছে। কারণ 'বিগ বস'র মতো শো মানেই ঘটনার ঘনঘটা। প্রায় দশ বছর আগে কালার্সের পর্দায় দেখা গিয়েছিল 'বিগ বস'। এবার সম্পূর্ণ নতুন ভাবে এই শো দেখা যাবে স্টার জলসার পর্দায়।

জেমির হ্যাটট্রিক, ওড়িশাকে পাঁচ গোল মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহামেডান ম্যাচের মতো ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধেও গোল পার্থক্য বাড়িয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল মোহনবাগানের। যুবভারতীতে সেই সুযোগই কাজে লাগাল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ঘরের মাঠে ওড়িশা এফসিকে ৫-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। তবে দ্বিতীয়ার্ধে গোলের একাধিক সুযোগ নষ্ট করলেন দিমি-মনবীররা।

এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলে মোহনবাগান। ১৪ মিনিটেই চলে আসে ম্যাচের প্রথম গোল। বক্সের বাইরে ব্যাকহিল করে দিমিত্রি পেত্রাতোস বল বাড়িয়ে দেন অধিনায়ক শুভাশিসকে। বাগান থেকে দারুণ ভাসানো ক্রস তোলেন ম্যাকলারেনকে লক্ষ্য করে, জেমি সুন্দর ভাবে গোল করেন। এই গোলের ১০ মিনিট পরই মোহনবাগান ২-০ করে ফেলে। কোলাসোর পাস থেকে জেমি ম্যাচের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৪২ মিনিটে অধিনায়ক শুভাশিস বোসের পাস থেকে দুর্দান্ত শটে গোল করেন আলবার্তো রদ্রিগেজ। পর মুহূর্তেই ওড়িশা এফসির হয়ে এক গোল শোধ করলেন রহিম আলি। বাগান গোলকিপার বিশাল কাইথের গা ছাড়া মনোভাবে ভুগতে হল দলকে। নিজের জায়গা থেকে সরে এসেছিলেন তিনি। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করলেন জেমি ম্যাকলারেন। মাঝমাঠ থেকে থ্রু বল পেয়ে লিস্টন কোলাসো পাস দেন জেমিকে, সেখান থেকে জালে বল জড়িয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ান ফরোয়ার্ড।

প্রথমার্ধ শেষ হয় ৪-১ গোলের ব্যবধানে। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ যেন কমিয়ে ফেলল সের্জিও লোবেরার দল। ৬০ মিনিটে মেহতাব সিংয়ের জায়গায় মনবীর সিং, কামিন্সের জায়গায় টম অলড্রেডকে নামান সের্জিও লোবেরা। এরপর অনিরুদ্ধ থাপার জায়গায় দীপক টাংরি, শুভাশিস বোসের জায়গায় অময় রানাওয়াড়ে মাঠে নামেন। একাধিক সুযোগ পেয়েও নষ্ট করে মোহনবাগান। ৭৫ মিনিটে দিমিত্রিকে তুলে সাহালকে নামায়। ৮৬ মিনিটে কার্যত একা বল নিয়ে বক্সে এগোন রহিম আলি। কিন্তু সেখানে পা দিয়ে রহিমকে আটকে দেন বিশাল কাইথ। ৮৮ মিনিটে মনবীর সিংয়ের ভাসানো পাসে বল পেয়ে গোল করেন জেমি ম্যাকলারেন। ৫-১ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে মাঠে ছাড়ল মোহনবাগান। ম্যাচ শেষে মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরা বলেন, 'অবশ্যই জিতেছি, তবে এখনও অনেক উন্নতির জায়গা রয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা অনেক বেশি দৌড়েছি, যেটা ভালো ফুটবলের লক্ষণ নয়। গোল খাওয়াটা কোনও বড় কথা নয়। আমার দলের ফুটবলাররা জানে কি করতে হবে, তারা পেশাদার। আমি ওদের খেলায় খুশি।'